

সহীহ আল বুখারী

২য় বন্ড

صحيح البخاری

عجلد رقم ۲

كتاب الصوم

(রোযার বর্ণনা)

১-অনুবাদঃ রমযানের রোযা ফরয। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . (سورة البقرة اية ১৮৩)

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের মত তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। আশা করা যায় তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হবে” (বাকারা : ১৮৩)।

১৭৫৬. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوُّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى مِنَ الصِّيَامِ فَقَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوُّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَطَوُّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ .

১৭৫৬. তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসল। তার মাথার চুল ছিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কত ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন? তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায। কিন্তু তুমি যদি নফল নামায পড় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। লোকটি বলল, আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কতটা রোযা ফরয করেছেন? তিনি বললেন, গোটা রমযান মাস রোযা রাখা ফরয। কিন্তু তুমি যদি নফল রোযা রাখ তবে তা স্বতন্ত্র কথা। লোকটি আবার বলল, আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কি পরিমাণ যাকাত ফরয করেছেন? এবার রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ইসলামের আইন-কানুন ও বিধি-

বিধান জানিয়ে দিলে সে বলল, সেই মহান সন্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ আমার উপরে যা ফরয করেছেন আমি তার অধিকও কিছু করব না আর কমও কিছু করব না। লোকটির মন্তব্য শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, সে সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করল অথবা বললেন, (বর্ণনাকারীর সম্ভেদ) সে সত্য বলে থাকলে জাহ্নাম লাভ করল।

১৭৫৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.

১৭৫৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আশুরার^১ রোযা রেখেছেন এবং অন্যদেরকেও রাখার আদেশ করেছিলেন। রমযানের রোযা ফরয করা হলে আশুরার রোযা রাখা ছেড়ে দেয়া হয়। আর অভ্যাস মত রোযা রাখার দিন না হলে আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) আশুরার রোযা রাখতেন না। অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) প্রতি মাসে নির্দিষ্ট কয়েকটি তারিখে রোযা রাখতেন। এসব তারিখে আশুরার দিন পড়লে তাকেই তিনি আশুরার নিয়াত করে রোযা রাখতেন।

১৭৫৮. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

১৭৫৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে কুরাইশরা আশুরার রোযা রাখত। পরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও আশুরার রোযা রাখার আদেশ দান করেন। ইতিমধ্যে রমযানের রোযা ফরয করা হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, কেউ ইচ্ছা করলে এ রোযা (আশুরার রোযা) রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পারে।

২-অনুচ্ছেদঃ রোযার মর্যাদা।

১৭৫৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَزِفْتُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ أَمَرْتُ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرَكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ الصِّيَامِ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

১. আরবী মাস মুহাররমের দশ তারিখকে 'আশুরা' বলা হয়। এ দিনে রোযা রাখা সুন্নাত।

১৭৫৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (গোনাহ হতে আত্মরক্ষার জন্য) রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং রোযাদার অন্ত্রীল কথা বলবে না বা জাহিলী আচরণ করবে না। কোন লোক তার সাথে ঝগড়া করতে উদ্যত হলে অথবা গালমন্দ করলে সে তাকে বলবে, “আমি রোযা রেখেছি।” কথাটি দু’বার বলবে। যার মুষ্টিতে আমার প্রাণ, সেই সন্তান শপথ! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুগন্ধি থেকেও উৎকৃষ্ট। কেননা (রোযাদার) আমার উদ্দেশ্যেই খাবার, পানীয় ও কামস্পৃহা পরিত্যাগ করে থাকে। তাই রোযা আমার উদ্দেশ্যেই। সুতরাং আমি বিশেষভাবে রোযার পুরস্কার দান করব। আর নেক কাজের পুরস্কার দশগুণ পর্যন্ত দেয়া হয়ে থাকে।^২

৩-অনুচ্ছেদঃ রোযা গোনাহর কাফফারা।

১৭৬. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكْفِرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ قَالَ لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ إِنَّمَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ قَالَ وَإِنْ بُوْنُ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيُفْتَحُ أَوْ يَكْسَرُ قَالَ يَكْسَرُ قَالَ ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُغْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلَهُ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مِنَ الْبَابِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ بُوْنَ غَدِ اللَّيْلَةِ .

১৭৬০. হযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন উমর (রাঃ) সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, ফিতনা সম্পর্কে নবী (সঃ)-এর হাদীস জানা আছে এমন কেউ আছে কি? হযাইফা (রাঃ) বললেন, আমি আছি। আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, সন্তান ও পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ এবং প্রতিবেশীই একজন লোকের জন্য ফিতনা। আর নামায, রোযা ও সদ্কা হল এ ফিতনার কাফফারা। এ কথা শুনে তিনি (উমর) বললেন, এ ফিতনা সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করছি না, বরং যা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় বিশাল হবে ও অবিরত ধারায় আসতে থাকবে সেই ফিতনা সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করছি। তিনি (হযাইফা) বললেন, এরূপ ফিতনার সামনে একটি বন্ধ দরজা আছে। তিনি (উমর) বললেন, সে দরজা খোলা হবে, না ভেঙ্গে দেয়া হবে? তিনি (হযাইফা) বললেন, ভেংগে ফেলা হবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত তা বন্ধ হওয়ার নয়। আমরা মাসরুককে বললাম, হযাইফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন, এ বন্ধ দরজা বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে তা কি উমর (রাঃ) জানতেন? হযাইফা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, আগামী প্রভাতের পূর্বে রাত আসা যতখানি নিশ্চিত ততখানি নিশ্চিতভাবেই তিনি তা জানতেন।

২. সাধারণত নেক কাজের পুরস্কার আল্লাহ কাজটির তুলনায় ন্যূনপক্ষে দশগুণ দেবেন বলে কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে। কিন্তু রোযার পুরস্কার শুধুমাত্র দশগুণ দেয়া হবে না। বরং রসূলের যবানীতে আল্লাহ বলেছেনঃ রোযার পুরস্কার আমি নিজে বিশেষভাবে দান করব। আর তা দশগুণ নয়, তার অনেক বেশী। কত তা আমিই জানি। কেননা রোযা আমার উদ্দেশ্যেই রাখা হয়ে থাকে।

৪-অনুচ্ছেদঃ জান্নাতের রাইয়ান নামক দরজাটি রোযাদারদের জন্য নির্দিষ্ট।

১৭৬১. عَنْ سَهْلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ آيُنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

১৭৬১. সাহল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন এটি দিয়ে রোযাদাররা (বেহেশতে) প্রবেশ করবে। রোযাদার ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। (কিয়ামতের দিন রোযাদারকে ডেকে) বলা হবে, রোযাদাররা কোথায়? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর একজন লোকও সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই তা বন্ধ করে দেয়া হবে যাতে ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে না পারে।

১৭৬২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَاعْبُدُ اللَّهُ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا بِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَارْجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

১৭৬২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক জোড়া (দুটি জিনিস) খরচ করবে তাকে জান্নাতের সবগুলো দরজা থেকে ডেকে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এই দরজাটি উত্তম। যে নামাযী, তাকে নামাযের দরজা থেকে ডাকা হবে, যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে, যে রোযাদার, তাকে রাইয়ান নামক দরজা থেকে ডাকা হবে; আর যে সদকাকারী তাকে সদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। আবু বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। কাউকে বেহেশতের ঐ সবগুলো দরজা থেকে ডাকার তো কোন প্রয়োজন নেই। তবে প্রকৃতই কি কাউকে সবগুলো দরজা থেকে ডাকা হবে? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হ্যাঁ। আর আমি আশা করি, তুমি হবে তাদেরই একজন।

৫-অনুচ্ছেদঃ রমযানকে কি শুধু রমযান বলতে হবে, না শাহরে রমযান বলতে হবে? অনেকে উভয়টিই জায়েয মনে করেন। নবী (সঃ)-এর হাদীসে শুধু রমযান উল্লেখ আছে। যেমন “যে রমযানের রোযা রাখে”। তিনি আরো বলেছেন, “তোমরা রমযানের পূর্বে রোযা রেখো না।”

১৭৬২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ.

১৭৬৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, রমযান মাস এতে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।

১৭৬৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتَحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ.

১৭৬৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, রমযান মাস শুরু হলে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শিকলে বন্দি করা হয়।

৬-অনুচ্ছেদঃ রমযানের চাঁদ দেখা।

১৭৬৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ -

১৭৬৫. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখলে রোযা রাখ আর (শাওয়ালের) চাঁদ দেখলে ইফতার কর (রোযা বন্ধ কর)। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে (ত্রিশ দিন) হিসেব কর।

৭-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় ও উদ্দেশ্যে রমযানের রোযা রাখে। আয়েশা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের নিম্নাতের অনুরূপ উঠানো হবে।

১৭৬৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

১৭৬৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি শবে কদরে ঈমানসহ সওয়াবের আশায় নামায পড়বে তার অতীতের গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া

হবে। আর যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় ঈমানসহ রমযানের রোযা রাখবে তারও অতীতের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

৮-অনুচ্ছেদ : রমযান মাসে নবী (সঃ) অত্যধিক দান করতেন।

১৭৬৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِائِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَغْرُضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِائِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

১৭৬৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, গোটা মানব জাতির মধ্যে নবী (সঃ) সবচেয়ে বড় দানশীল ছিলেন। রমযান মাসে জিবরাঈল (আঃ) যে সময় তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন সে সময় তিনি সবচাইতে বেশী দানশীল হয়ে উঠতেন। জিবরাঈল রমযান মাসে প্রতি রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। এভাবেই রমযান মাসি' অতিবাহিত হত। নবী (সঃ) (এ সময়) তার সামনে কুরআন শরীফ পড়ে শুনাতে। যখন জিবরাঈল তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি গতিবান বায়ুর^৩ চাইতেও বেশী দানশীল হয়ে উঠতেন।

৯-অনুচ্ছেদ : যে রোযাদার মিথ্যা ও তদনুযায়ী কাজ পরিত্যাগ করতে পারে না।

১৭৬৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

১৭৬৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, (রোযা থেকেও) কেউ যদি মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় (রোযা রাখার) আত্মাহর কোন প্রয়োজন নেই।^৪

১০-অনুচ্ছেদ : গালি ও কটুবাক্যের জবাবে রোযাদার কি শুধু বলবে, “আমি রোযাদার”?

১৭৬৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ

৩. গতিবান বায়ু বলতে রহমত বুঝানো হয়েছে। কারণ বুড়ির মেঘ বায়ুতড়িত হয়েই বিভিন্ন স্থানে নীত হয়। আর ফলমূল ও ফসলাদির জন্য বুড়ির প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত।

৪. যে রোযাদার মিথ্যা বলা ও অনুরূপ কাজ করা পরিত্যাগ করতে পারে না, তার রোযা আত্মাহর দরবারে কবুল হয় না। আত্মাহ তার এই আমলের প্রতি মোটেও অক্ষিপ্ত করেন না। সে শুধু শুধুই উপবাস বাশন করে। অবশ্য তার ফরয দারিত্ব আদায় হয়ে যায়।

صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ
إِنِّي أَمْرُقٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ تَخْلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيبُ
عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرِحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ
وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ .

১৭৬৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ বলেছেন, রোযা ছাড়া বনী আদমের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, তবে রোযা আমার জন্য। আমি নিজে এর পুরস্কার প্রদান করব। রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ রোযা রেখে অশ্লীলতা ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না। কেউ তার সাথে গালমন্দ বা ঝগড়া করলে শুধু বলবে, আমি রোযাদার। আর সেই মহান সন্তার শপথ, যার মুঠিতে মুহাম্মাদের প্রাণ। আল্লাহর নিকট রোযাদারের মুখের গন্ধ কস্তুরীর খোশবু থেকেও উত্তম। রোযাদারের খুশীর বিষয় দু'টি। যখন সে ইফতার করে তখন একবার খুশীর কারণ হয়।^৫ আত্রেকবার যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করে রোযার বিনিময় পেয়ে খুশী হবে।

১১-অনুচ্ছেদ : অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যক্তিচা্রে লিঙ্গ হওয়ার আশংকা করলে সে রোযা রাখবে।

১৭৭. عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْبَاءَةُ النِّكَاحُ .

১৭৭০. আলকামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-র সাথে হাটছিলাম। তিনি [(আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)] বললেন, একদা আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তার বিয়ে করা উচিত। কেননা বিয়ে চোখকে অবনতকারী ও গুণ্ডালের হেফাজতকারী। আর যে বিয়ে করতে সমর্থ নয় তার রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য। কেননা রোযা বৌন তাড়নাকে অবদমিত করে রাখে। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (রাঃ) বলেছেন, 'আল-বাজাতা' শব্দের অর্থ 'হল' বিয়ে।

১২-অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর বাণীঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফতার করা।^৬ সিলাহ (র) আশ্বার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আশ্বার বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্দেহজনক দিনে রোযা রাখে সে আবুল কাসেম (সঃ)-এর নাক্ষরমানী করে।

৫. 'ইফতারের সময় খুশী হয়' কথা বারো একমাস রোযার পরে ইফতার খুশীর কথা বুকানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিঃ রোযা কবুল হওয়ার কারণে যখন সে তার প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছবে।

৬. চাঁদ দেখে রোযা রাখা এবং চাঁদ দেখে ইফতার করা। অর্থ হলো, শাবান মাসের শেষ ঋতুতে রমযানের চাঁদ দেখে রমযানের রোযা রাখ এবং শাওরাল মাসের চাঁদ দেখলে রোযা রাখা বন্ধ করা। সন্দেহের দিন বা

১৭৭১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ.

১৭৭১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযান সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, তোমরা (রমযানের) চাঁদ না দেখে রোযা রেখ না, আবার চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ইফতারও করো না। আর আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে হিসেব করো অর্থাৎ ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।

১৭৭২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

১৭৭২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মাস উনত্রিশ রাত বিশিষ্ট। তাই তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রেখ না। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

১৭৭৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَسَ (حَبَسَ) لِإِبْنِهِمَا فِي الثَّلَاثَةِ.

১৭৭৩. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, এত এত দিনে মাস হয় (দু'হাতের দশটি আঙুল তিনবার দেখিয়ে)। তৃতীয়বার তিনি (একটি) বৃদ্ধাঙ্গুলী বন্ধ করে রাখলেন (অর্থাৎ কোন কোন মাস উনত্রিশ দিনেও হয় বুঝালেন)।

১৭৭৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

১৭৭৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আবুল কাসেম (সঃ) বলেছেন, চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো (রোযা শেষ করো)। তবে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে শাবানের ত্রিশ তারিখ পূর্ণ করো।

১৭৭৫. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا لِيَ مِنَ نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى

ইয়াওমুশ-শাক বলতে শাবানের ত্রিশ তারিখ বুঝানো হয়েছে। এ তারিখকে সন্দেহের দিন বলার কারণ হল, মেঘ বা অন্য কোন কারণে চাঁদ দেখা না গেলে এ দিনটি যেমন শাওয়াল মাসের ত্রিশ তারিখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ঠিক তেমনি রমযান মাসের প্রথম তারিখ হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তাই রমযানের নির্যাত্তে এই তারিখে রোযা রাখা মাকরুহ।

تِسْعَةً وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدًا أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

১৭৭৫. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে এক মাসের জন্য 'ঈলা' করলেন (অর্থাৎ এক মাস যাবৎ স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা না করার কসম করলেন)। ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে সকালে অথবা সন্ধ্যায় তিনি তাদের কাছে গেলেন। তাকে বলা হল, আপনি তো এক মাস পর্যন্ত না আসার শপথ করেছেন? জবাবে নবী (সঃ) বললেন, মাস তো ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

١٧٧٦. عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ انْفَكَّت رَجُلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرِئَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ.

১৭৭৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে 'ঈলা' করলেন, এ সময় তাঁর পা মচকে গিয়েছিল। ঊনত্রিশ রাত পর্যন্ত তিনি ঘরের মাচানে অবস্থান করেন এবং পরে সেখান থেকে বেরিয়ে স্ত্রীদের কাছে গেলে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো এক মাসের কসম করেছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, মাস তো ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

১৩-অনুচ্ছেদ : ঈদের দু'টি মাসই পর পর ঊনত্রিশ দিনে হয় না। (অর্থাৎ রমযান মাস ঊনত্রিশ দিনে হলে যুল-হিজ্জাহ ত্রিশ দিনে হবে। আর যুল-হিজ্জাহ ঊনত্রিশ দিনে হলে রমযান ত্রিশ দিনে হবে)।

١٧٧٧. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهْرًا عِيدِ رَمَضَانَ وَذُو الْحِجَّةِ.

১৭৭৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, এমন দু'টি মাস আছে যার উভয়টিই (পরপর) ষাটটি (ঊনত্রিশ দিনে) মাস হয় না।^৭ আর তা হল ঈদের দু'টি মাস-রমযান ও যুল-হিজ্জাহ।

১৪-অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) বলেছেন, আমরা লেখাপড়া বা হিসাব-নিকাশ জানি না।

৭. আবু আবদুল্লাহ ইমাম বোখারী (রাঃ) ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'টি মাস ষাটটি মাস হলেও পূর্ণাঙ্গ বলে গণ্য। ইমাম মুহাম্মাদ (রাঃ) বলেছেন, এ দু'টি মাসের উভয়টিই ষাটটি হতে পারে না। আবুল হাসান ইসহাক ইবনে রাহবিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, মাস দু'টি ঊনত্রিশ বা ত্রিশ যে ক'দিনেই হোক না কেন মর্যাদার দিক থেকে এর কোন ষাটটি হয় না।

১৭৭৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ .

১৭৭৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আমরা উম্মী জাতি,^৮ লিখতে জানি না, হিসাব-নিকাশ করতেও জানি না। তবে মাস এতো দিনে আর এতো দিনে হয়, অর্থাৎ কখনো উনত্রিশ দিনে আবার কখনো ত্রিশ দিনে।

১৫-অনুবাদ : রমযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে রোযা রাখা যাবে না।

১৭৭৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ .

১৭৭৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ রমযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে (নফল) রোযা রাখবে না।^৯ তবে কেউ প্রতিমাসে ঐ সময় রোযা রাখতে অভ্যস্ত হলে রাখতে পারবে।

১৬-অনুবাদ : মহান আল্লাহর বাণীঃ

أَحَلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ مِنْ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَتَقُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ (سورة البقرة آية - ১৮৭)

“রোযার সময় রাতের বেলা স্বীদের সাথে মেলামেশা (যৌন মিলন) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের আবরণ আর তোমরা তাদের আবরণ। আল্লাহ জানেন যে, চুপে চুপে তোমরা নিজেদের সাথে খেয়ানত করে যাচ্ছিলে। তিনি তোমাদের এই অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন। এখন তোমরা নিজেদের স্বীদের সাথে মেলামেশা (যৌন মিলন) করতে পার। আর আল্লাহ বা তোমাদের জন্য লিখে রেখেছেন তা চাইতে পার” (সূরা বাকারা : ১৯৭)।

৮. ‘আমরা উম্মী বা নিরক্ষর জাতি’ বলতে রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশ বা আরবদেরকে বুঝিয়েছিলেন। কেননা কুরাইশ তথা আরবদের প্রায় সবাই সে সময় লেখাপড়া জানত না। আর নবী (সঃ) তাদেরই একজন ছিলেন। এখানে তার কথার নম্রতা ও বিনয়িতাব কৃটে উঠেছে।

৯. রমযানের পূর্বে নফল রোযা রাখলে দুর্বল হওয়ার কারণে রমযানের করণ রোযা রাখতে অক্ষমতা আসতে পারে। এজন্য এ সময় নফল রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

১৭৮. عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ مَا يَأْكُلُ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمَسِيَ وَإِنْ قَيْسَ بْنِ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارَ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا أَعِنْدَكَ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ انْطَلِقُ وَأَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمُهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةٌ لَكَ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ فَفَرَحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا وَنَزَلَتْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ -

১৭৮০. বারাবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাহাবাদের কেউ রোযা রাখতেন, ইফতারের সময় উপস্থিত হলে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি আর কিছুই খেতেন না, পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই রোযা রাখতেন। এক সময়ের ঘটনা, কায়েস ইবনে সিরমা আনসারী (রাঃ) রোযা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় হলে তিনি স্ত্রীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে খাওয়ার মত কিছু আছে কি? স্ত্রী জওয়াব দিলেন, না। তবে আমি তালাশ করে দেখে আসি তোমার জন্য কিছু যোগাড় করতে পারি কিনা। কায়েস ইবনে সিরমা আনসারী (রাঃ) দিনের বেলা (ক্ষুধা-খামারে) কর্মব্যস্ত থাকতেন। (স্ত্রী খাবার তালাশে যাওয়ার পর) ঘুমে তাঁর চোখ মুদে আসলো। তাঁর স্ত্রী ফিরে এসে এ অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, তোমার জন্য আফসোস। পরদিন দুপুর হলে তিনি সজ্জা হারিয়ে ফেলেন। ঘটনা নবী (সঃ)-এর নিকট পৌছলে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হলঃ রমযানের রাতের বেলা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা (যৌন মিলন) হালাল করা হয়েছে.....এ হুকুম অবহিত হয়ে সবাই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এরপর নাযিল হলোঃ “তোমরা খাও ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো।” (সূরা বাকারাহঃ ১৮৭)।

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فِيهِ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

“আর তোমরা খাও ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো।” বারাবা (রাঃ) এ সম্পর্কিত হাদীস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৭৮১. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ عَمَدَتُ إِلَى عِقَالِ آسُودَ وَالْيَ عِقَالِ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

১৭৮১. আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে সময় “খাও ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে” নাযিল হল তখন আমি একটি কালো ও একটি সাদা রংয়ের সূতা নিয়ে আমার বাগিশের নীচে রেখে দিলাম। রাতের বেলা আমি (রশি দু’টি বার বার) দেখতে থাকলাম। কিন্তু তা স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম না। সকালে রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছে গিয়ে সব বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, এর অর্থ হল রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো।

১৭৮২. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَنْزَلْتُ وَكُلُّوْا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ فَكَانَ رَجُلٌ إِذَا أَرَادُوا الصُّومَ رَبَطَ أَحَدَهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطُ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطُ الْأَسْوَدَ وَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَاهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوا إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

১৭৮২. সাহল ইবনে সা’দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন “খাও এবং পান কর যতক্ষণ না কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়” নাযিল হল তখনও “ফজরের” কথাটা নাযিল হয়নি, এমতাবস্থায় লোকে রোযা রাখতে চাইলে প্রত্যেকেই দু’পায়ে সাদা ও কালো সূতা বেঁধে নিতো এবং (সাহরীর সময়) সাদা ও কালো বর্ণ স্পষ্ট দেখা না যাওয়া পর্যন্ত পানাহার করতো। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তাআলা ‘ফজরের’ কথাটা নাযিল করলেন। তখন সবাই জানতে পারল যে, সাদা ও কালো রেখার অর্থ হল রাত (এর অন্ধকার) ও দিন (এর আলো)।

১৮—অনুচ্ছেদ: নবী (সঃ)—এর বাণী, বিলালের আযান যেন তোমাদের সাহরী থেকে বিরত না রাখে (অর্থাৎ বিলালের আযান শুনে তোমরা সাহরী খাওয়া বন্ধ করবে না)।

১৭৮৩. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّوْا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا.

১৭৮৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিলাল রাত থাকতে আযান দিতেন। তাই রসূলুল্লাহ (স) আদেশ করলেন, “ইরনে উম্মে মাকতুম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর।” কেননা ফজর (উদয়) না হওয়া পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তাদের উভয়ের (বিলাল ও ইবনে উম্মে মাকতুম) আযানের মধ্যে এতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল যে, একজন (আযান দিয়ে মিনার থেকে সিড়ি বেয়ে) নামতেন আর একজন উঠতেন।

১৯-অনুব্ধেদঃ তাড়াতাড়ি সাহরী খাওয়া। ১০

১৭৮৬. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّحُورَ (السُّجُودَ) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৭৮৪. সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বাড়ীতে পরিবার-পরিজনদের সাথে সাহরী খেতাম। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাহরী খাওয়ার জন্য/ফজরের নামায পড়ার জন্য তাড়াহুড়া করে যেতাম।

২০-অনুব্ধেদঃ সাহরী ও ফজরের নামাযের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান।

১৭৮৫. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ السُّحُورِ وَالْأَذَانِ قَالَ قَدَرُ خَمْسِينَ آيَةً .

১৭৮৫. য়য়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাহরী খেয়েছি। তারপর তিনি নামায পড়তে দাঁড়িয়েছেন। (বর্ণনাকারী আনাস বলেন), আমি য়য়েদ ইবনে সাবেতকে জিজ্ঞেস করলাম, সাহরী ও আযানের মাঝখানে কত সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশটি আয়াত পড়ার মত সময়ের ব্যবধানছিল।

২১-অনুব্ধেদঃ সাহরী খাওয়াতে বরকত ও কল্যাণ লাভ হয়। তবে সাহরী খাওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কেননা নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ ক্রমাগতভাবে রোযা রেখেছেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সাহরীর উল্লেখ নেই।

১৭৮৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاصَلَ فَوَاصِلَ النَّاسِ فَشَقَّ

১০. অনুব্ধেদের বিকল্প পাঠে আছে, বিলগে সাহরী খাওয়া। হাদীসে “নামায পড়ার জন্য”-এর পরিবর্তে বিকল্প পাঠে আছে “সাহরী খাওয়ার জন্য।” মুগলাতাই বুখারীর কোন এক হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে “বিলগে সাহরী খাওয়া” শিরোনাম দেখেছেন। আল-কৌশমীহানীর বর্ণনায় ‘উদরিকাস-সুহূর’ এসেছে কিন্তু নাসাবী ও জমহূরের বর্ণনায় ‘উদরিকাস-সুহূদ’ এসেছে-(সম্পাদক)

عَلَيْهِمْ فَتَنَاهُمْ قَالُوا فَإِنَّكَ تَوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَظْلُ
أَطْعَمُ وَأَسْقِي.

১৭৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কোন এক সময় নবী (সঃ) একাধারে রোযা (সাওমে বেসাল) রাখতে থাকলে লোকেরাও (সাহাবাগণ) একাধারে রোযা রাখতে শুরু করেন। কিন্তু তা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালে নবী (সঃ) তাদেরকে নিষেধ করলেন। সবাই বলল, আপনি যে একাধারে রোযা রাখছেন? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) পানাহার করানো হয়ে থাকে। ১১

١٧٨٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ
بَرَكَهً.

১৭৮৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা সাহরী খাও। কেননা সাহরীতে বরকত লাভ হয়।

২২-অনুচ্ছেদঃ দিনের বেলা রোযার নিয়্যাত করা। উম্মুদ-দারদা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আবু দারদা (কোন কোন সময়) এসে তাকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কাছে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি? যদি আমি বলতাম ‘না’ তখন তিনি এই বলে রোযা রাখতেন যে, তাহলে আমি আজকে রোযা রাখলাম। আবু তালহা, আবু হুরাইরা, ইবনে আব্বাস ও হুযাইফা (রা)-ও এভাবে রোযা রেখেছেন।

١٧٨٨. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْكَوَّاعِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ نَاسًا يُنَادِي فِي
النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنْ مَنْ أَكَلَ فَلْيَتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ
فَلَا يَأْكُلْ.

১৭৮৮. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আশুরার দিন নবী (সঃ) লোকদের মধ্যে এ কথা প্রচার করার জন্য একজন ঘোষক পাঠালেন যে, যে ব্যক্তি আজ খাবার খেয়ে নিয়েছে সে যেন (সন্ধ্যা পর্যন্ত) আর না খায় অথবা রোযা রাখে। আর যে এখনো খাবার খায়নি সে যেন আর না খায় (এবং রোযা রাখে)।

২৩-অনুচ্ছেদঃ রোযাদার নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হলো।

১১. অল্লাহ তাওলা বিশেষ রহমতের দ্বারা তাঁর পানাহারের প্রয়োজন পূরণ করতেন।

১৭৮৭. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِّنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ فَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُفَرِّعَنَّ (لَتُفَرِّعَنَّ) بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَكَّرَهُ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَدَّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي ذَاكَ لَكَ أَمْرًا وَلَوْ لَا أَنَّ مَرْوَانَ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَعْلَمُ وَقَالَ هَمَامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ وَالْأَوَّلِ أَسْنَدُ .

১৭৮৯. আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ানকে অবহিত করেছেন যে, আয়েশা ও উম্মে সালামা (রা) তাকে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীর সাথে সহবাস জনিত নাপাকী নিয়ে রাতে নিদ্রা যেতেন এবং এ অবস্থায়ই ফজরের নামাযের সময় হয়ে যেত। তিনি গোসল করতেন এবং রোযার নিয়াত করে রোযা রাখতেন। এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে মারওয়ান আবদুর রহমান ইবনে হারেসকে বললেন, আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, এ হাদীস শুনিয়ে তুমি আবু হুরাইরাকে আতঙ্কিত করে দাও (কেমনা একরূপ রোযাদারের রোযা হয় না বলে তিনি ফতোয়া দিয়ে থাকেন)। সেই সময় মারওয়ান ছিলেন মদীনার গভর্নর। হাদীসের বর্ণনাকারী আবু বকর বলেন, আবদুর রহমানের কাছে মারওয়ানের এ কথা মনোপুত ছিল না। এরপর আমরা ঘটনাক্রমে যুল-হলাইফাতে একত্র হই। সেখানে আবু হুরাইরার এক খন্ড জমি ছিল। (এ সুযোগে) আবদুর রহমান আবু হুরাইরাকে বললেন, আমি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই। মারওয়ান বিষয়টি সম্পর্কে আমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে না বললে আমি আপনাকে তা বলতাম না। এরপর তিনি আয়েশা ও উম্মে সালামার বর্ণিত হাদীস বললেন এবং এ কথাও বললেন যে, ফযল ইবনে আব্বাস (রা) -ও আমাকে একরূপ হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। আর তিনি সবচেয়ে বেশী অবহিত। হাম্মাম ও ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একরূপ ক্ষেত্রে নবী (সঃ) রোযা ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিতেন। তবে প্রথমোক্ত ত্রিওয়াল্ল্যাতটির সনদই মজবুত।

২৪-অনুচ্ছেদঃ (সংগম ছাড়া) স্ত্রীর সাথে রোযাদারের সব রকমের মেলামেশা জায়েয। আয়েশা (রা) বলেছেন, রোযাদারের জন্য স্ত্রীর গোপন অংগ হারাম।

১৭৭০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ وَيَبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِأَرْبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِرْبٌ حَاجَةٌ وَقَالَ طَاوُسٌ غَيْرِ أَوْلَى الْأَرْبَةِ الْأَحْمَقُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ .

১৭৯০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রোযা অবস্থায় নবী (সঃ) (স্ত্রীদের) চুষন ও স্পর্শ করতেন। তবে তিনি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে তোমাদের সবার চেয়ে বেশী সক্ষম ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, “মা’রিব” অর্থ প্রয়োজন বা চাহিদা। আর তাউস বলেছেনঃ “গাইরু উলিল-ইরবাহ্” অর্থ ‘নির্বোধ’ যাদের স্ত্রীলোকদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই।

২৫-অনুচ্ছেদঃ রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া। জাবের ইবনে সায়েদ (রা) বলেছেন, কামুক দৃষ্টি নিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালে যদি বীর্যপাত ঘটে তবুও রোযা পূর্ণ করবে।

১৭৭১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَقْبِلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ .

১৭৯১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রোযা অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন। (একথা বলে) তিনি (আয়েশা) হেসে দিলেন।

১৭৭২. عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حَضْتُ فَأَسْلَتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ مَا لَكَ أَنْفَسْتَ قُلْتُ نَعَمْ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ يَقْبِلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ .

১৭৯২. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সময় আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে একই চাদরের নীচে শুয়েছিলাম। এই অবস্থায় আমার হায়েয শুরু হলে আমি হায়েযের কাপড় গুটিয়ে চুপে চুপে বের হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, তোমার হায়েয শুরু হয়েছে? আমি বললাম, ‘হী’। এরপর তাঁর সাথে একই চাদরে শয়ন করলাম। আর তিনি (উম্মে সালামা) এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) (পবিত্রতা অর্জনের জন্য) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) রোযা অবস্থায় তাকে চুমু দিতেন।

২৬-অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের গোসল করা। রোযা অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) একখানা কাপড় ভিজিয়ে গায়ে জড়িয়েছেন। রোযা অবস্থায় ইমাম শা’বী (রঃ)

হাসানখানায় গিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রাঃ) বলেছেন: রোযা থেকে উনুনের খাদ্য বা অন্য কোন জিনিস চেখে দেখায় কোন দোষ নেই। হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, কুল্লি করা বা শরীর ঠাণ্ডা করাতে রোযাদারের জন্য কোন দোষ নেই। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ রোযা রাখলে সকালে তেল মাখবে ও চিরুণী করবে (যাতে শরীর তরতরে থাকে)। আনাস (রাঃ) বলেছেন, আমার একটি চৌবাচ্চা আছে। আমি রোযা রেখে তাতে প্রবেশ করি (অর্থাৎ গোসল করি)। মহানবী (সঃ) রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করতেন। রোযা রেখে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) সকাল-সন্ধ্যা মেসওয়াক করতেন। ইবনে সীরীন বলেছেন, রোযা অবস্থায় কাঁচা রসযুক্ত মেছওয়াক ব্যবহারেও কোন ক্ষতি নেই। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কাঁচা মেসওয়াকের তো স্বাদ আছে? তিনি বললেন, পানিরও তো স্বাদ আছে, কিন্তু পানি দিয়ে তুমি তো কুল্লি কর। আনাস (রাঃ), হাসান বসরী ও ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) রোযাদারের সুরমা ব্যবহারে কোন ক্ষতি আছে বলে মনে করেন না।

১৭৭৩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

১৭৯৩. আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, রমযান মাসে এহতেলাম ছাড়াই নবী (সঃ)-এর ফরজ গোসলের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় ফজরের ওয়াক্ত হয়ে আসতো। তিনি গোসল করতেন এবং রোযার নিয়াত করতেন।

১৭৭৪. عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ.

১৭৯৪. আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি এবং আমার পিতা আয়েশা (রাঃ)-র কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। তিনি (আয়েশা) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি এহতেলামের কারণে নয়, সহবাসের কারণে ফরজ গোসলের প্রয়োজন নিয়ে ফজর পর্যন্ত থেকেছেন তারপর রোযা রেখেছেন। পরে আমরা সেখান থেকে উম্মে সালামা (রাঃ)-র কাছে গেলাম তিনিও অনুরূপ কথাই বললেন।

২৭-অনুচ্ছেদঃ রোযাদার ডুলবশতঃ কিছু খেলে বা পান করলে তার হুকুম। আতা (র) বলেছেন, নাকে পানি দিতে গিয়ে তা কঠনালীতে প্রবেশ করলে ক্ষতি নেই, যদি বের করে আনতে নাও পারে। হাসান বসরী (র) বলেছেন, কঠনালীতে মাছি প্রবেশ

করলে কিছুই হবে না। হাসান বসরী ও মুজাহিদ (র) বলেছেন, ভুল করে সংগম করে ফেললেও কিছু ক্ষতিপূরণ করতে হবে না।

১৭৯৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَسِيَ فَاكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتُمْ صَوْمُهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ -

১৭৯৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, রোযাদার যদি ভুল করে খায় বা পান করে তাহলে সে (ইফতার না করে) রোযা পূর্ণ করবে। ১২ কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

২৮-অনুচ্ছেদ : রোযা অবস্থায় কোন কাঁচা রসালো বা শুকনো জিনিস দিয়ে মেসওয়াক করা। আমের ইবনে রাবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এতো অধিক বার নবী (সঃ)-কে রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করতে দেখেছি যে, তার সংখ্যা নির্ণয় করা মুশকিল। আবু হুরাইরা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে প্রতিবার উযুর সময় (নামাযের ওয়াক্তে) সবাইকে মেসওয়াক করতে আদেশ করতাম। জাবের ও য়ায়েদ ইবনে খালেদ (রা)-র মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায়। তবে এখানে রোযাদার ও অরোযাদারের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হয়নি। আয়েশা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মেসওয়াক মুখকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্নকারী এবং মহান প্রভু আল্লাহর সম্মুখি বিধানকারী। আতা ও কাতাদা বলেছেন, রোযাদারের থুথু বা লালা গিলে ফেলা জায়েয।

১৭৯৬. عَنْ حَمْرَانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْثَرْتُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا الْيُسْرَى ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

১২. রোযা রেখে কেউ ভুলে কিছু খেলে তাতে কাযা কিংবা কাফফারা অথবা কাযা-কাফফারা দুটি ওয়াস্তিব হবে কিনা এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে। অধিকাংশ উলামার মত হলো, কিছুই হবে না। তবে ইমাম মালেক (র) বলেছেন, তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে এবং কাযা আদায় করতে হবে।

১৭৯৬. হুমরান ইবনে আবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উসমান (রা)- কে উযু করতে দেখেছি। তিনবার তিনি হাতের উপর পানি ঢাললেন, পরে কুন্নি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন এবং এরপর বাম হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। তারপর মাথা মাসেহ করলেন এবং ডান পা তিনবার ধুলেন। সবশেষে বাম পা তিনবার ধুয়ে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)- কে আমার এ উযুর মত করেই উযু করতে দেখেছি। তারপর তিনি (সঃ) বললেন, যে আমার এ উযুর মত উযু করে দুই রাকআত নামায পড়বে-অন্য কোন কিছু যদি এ দুয়ের মাঝে না এসে থাকে-তাহলে তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

২৯-অনুচ্ছেদ: নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ যখন উযু করবে তখন নাকের ছিদ্র পথে তাকে পানি পৌছাতে হবে। এ ব্যাপারে তিনি রোযাদার ও অরোযাদারের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। হাসান বসরী বলেছেন, নাকের মধ্যে গুণ্ধ দিলে যদি তা কণ্ঠনালীতে না পৌছে তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। রোযাদার সুরমা ব্যবহার করতে পারবে। আতা বলেছেন, রোযাদার কুন্নি করে মুখের পানি ফেলে দিলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। গুণ্ধ নিক্ষেপ করার পর মুখগহ্বরে যে আর্দ্রতা থাকে তা গিলে ফেললে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। দাঁত বা মুখে আটকে থাকা খাদ্যের কণা চিবাতে না। এরূপ খাদ্যের কণা চিবিয়ে তার রস যদি গিলে ফেলা হয় তাহলে আমি বলি না যে, তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে এরূপ করা নিষিদ্ধ।

৩০-অনুচ্ছেদ : রমযান মাসে রোযা রেখে সংগম করা। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে একটি মারফু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি অসুখ বা ওযর ছাড়া রমযানের একটি রোযা ভঙ্গ করল, সারা জীবনের রোযা দ্বারা তার কাযা আদায় হবে না (সমান হবে না)।^{১৩} আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (আবু হুরাইরার) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, শা'বী, ইবনে যুবায়ের, ইবরাহীম, কাতাদা ও হাম্মাদ বলেন, রমযানের একটি রোযা ভঙ্গ করলে তদন্তুলে একটি কাযা রোযা রাখবে।

১৭৭৭. عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ احْتَرَقَ قَالَ مَا لَكَ قَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي فِي (نَهَارٍ) رَمَضَانَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِمَكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقُ فَقَالَ آيِنَ الْمُحْتَرِقُ قَالَ أَنَا قَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا .

১৩. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, ইমাম শা'বী, ইবনে যুবায়ের, ইবরাহীম নাখ্বী, কাতাদা ও হাম্মাদের মতে রমযানের একটি রোযা ভঙ্গ করলে তার পরিবর্তে কাযা স্বরূপ একটি রোযা রাখলেই চলবে। এজন্য কাফফারা দিতে হবে না। তবে আবু হুরাইরার বর্ণিত হাদীস অনুসারে অধিকাংশ উলামার মতে এমতাবহুয় কাযা ও কাফফারা দুই-ই আদায় করতে হবে। ইমাম যুহরী বলেছেন, হকুমটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য। অর্থাৎ কেউ কেউ বলেছেন, হাদীসটির হকুম রহিত হয়ে গেছে।

১৭৯৭. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, সে দোযখের আগুনে দগ্ধ হয়েছে। তিনি বললেন, কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি রমযানের রোযা রেখে জ্বরী কাছে গিয়েছি। ইতিমধ্যে নবী (সঃ)-এর কাছে একটি ঝুড়ি ভর্তি খেজুর আসল যা (ঝুড়ি) আরাক নামে পরিচিত। নবী (সঃ) বললেন, অগ্নিদগ্ধ লোকটি কোথায়? সে বলল, আমি হাজির আছি। নবী (সঃ) তাকে খেজুরগুলো দিয়ে বললেন, এগুলো সদকা করে দাও।

৩১-অনুচ্ছেদঃ রমযানের রোযা রেখে কেউ স্ত্রী সহবাস করে ফেললে যদি তার কাছে কাফ্ফারা দেওয়ার মত কিছু না থাকে এবং পরে সদকার দ্রব্য তার হস্তগত হয় তবে তা-ই কাফ্ফারা হিসেবে দান করবে।

১৭৭৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُفْتَقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَجِدُ أَطْعَامَ سِتِّينَ مَسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِعَرِيقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرِيقُ الْمَكْتَلُ قَالَ آيُنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْلَى أَفْقَرٍ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَا بَتِّيهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلَ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

১৭৯৮-আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে বসে ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। নবী (সঃ) বললেন, কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি রোযা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি কোন ক্রীতদাস আছে যাকে আযাদ করে দিতে পার? সে বলল, 'না'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে কি? সে এবারও বলল, না। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) অপেক্ষায় থাকলেন এবং আমরাও এ অবস্থায় বসে থাকতেই নবী (সঃ)-এর কাছে ঝুড়ি ভর্তি খেজুর আনীত হল। 'আরাক' হলো ঝুড়ি। তখন নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি বলল, হাঁ, আমি আছি। নবী (সঃ) তাকে বললেন, এগুলো নিয়ে যাও এবং সদকা করে দাও। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার চাইতেও অভাবী লোককে সদকা করে দিব? আল্লাহর কসম!

(মদীনায়) দুটি কংকরময় ভূমির মধ্যস্থিত এলাকায় আমার পরিবারের চাইতে বেশী অভাবী পরিবার আর একটিও নাই। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর সামনের দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ল। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তোমার পরিবারকেই খেতে দাও।^{১৪}

৩২-অনুচ্ছেদঃ রোযা অবস্থায় স্ত্রী-সহবাসকারী ব্যক্তি অভাবী হলে তার কাককারার অর্থ কি নিজ পরিবারের লোকদের খাওয়াতে পারবে?

১৭৭৭. عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الْآخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَجِدُ مَا تُحَرِّدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مَسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزَّبِيلُ قَالَ أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ أَطْعِمَهُ أَهْلَكَ .

১৭৯৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে বলল, এই হতভাগা রমযানের রোযা থেকে স্ত্রী সহবাস করেছে। নবী (সঃ) বললেন, একজন কৃতদাস আযাদ করার সামর্থ্য কি তোমার আছে? সে বলল, না। নবী (সঃ) বললেন, তুমি কি একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল, না। নবী (সঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, ষাট জন মিসকীনকে খাওয়ানোর মত সামর্থ্য কি তোমার আছে? লোকটি এবারও বলল, না। ইতিমধ্যে নবী (সঃ)-এর কাছে এক আরাক অর্থাৎ ছুড়ি ভর্তি খেজুর আনীত হলো। আরাক বলা হয় খেজুর বাকলের থলিকে। নবী (সঃ) তাকে বললেন, এগুলো তোমার পক্ষ থেকে মিসকীনদেরকে খাওয়াও। সে বলল, আমার চাইতে অভাবী লোকদেরকে খাওয়াবো? অথচ কংকরময় দুই সমভূমির মধ্যস্থিত স্থানে (মদীনায়) আর কোন পরিবার আমাদের চাইতে অভাবী নয়। তখন নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তোমার পরিবারকেই খাওয়াও।

৩৩-অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের শিংগা লাগানো বা বমি করা। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সালেহ-আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, কেউ বমি করলে রোযা নষ্ট হয় না। কেননা এর দ্বারা সে কিছু বের করে দিলে, ভিতরে প্রবেশ করাচ্ছে না। আবু হুরাইরার আর একটি মতও বর্ণনা করা হয় যে, বমি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। তবে প্রথম বর্ণনাটিই সর্বাধিক সঠিক। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও

^{১৪} হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রোযা থেকে স্ত্রী সহবাস করলে তাকদার কাফা-কাকফারা দু'টিই আদায় করতে হবে।

ইকরামা (রাঃ) বলেন, কোন জিনিস ভিতরে প্রবেশের কারণে রোযা নষ্ট হতে পারে, বের হওয়ার কারণে নয়। ইবনে উমর (রাঃ) রোযা রেখে শিংগা লাগাতেন। অবশ্য পরবর্তী সময় তিনি মিহাভাগে শিংগা না লাগিয়ে রাতের বেলা লাগাতেন। আর আবু মুসা (রাঃ)-ও রাত্রিকালে শিংগা লাগাতেন। সাদ, যামেদ ইবনে আরকাম ও উম্মে সালামা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা সবাই রোযা রেখে শিংগা লাগাতেন। বুকায়ের উম্মে আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা আয়েশার সামনে শিংগা লাগাতাম, কিন্তু আমাদেরকে নিবেদন করা হত না। হাসান বসরী থেকে একাধিক সনদে মরহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, শিংগা প্রয়োগকারী ও গ্রহণকারী উভয়েরই রোযা নষ্ট হয়ে যায়। আইয়্যাজ-আবদুল আলা-ইউনুসের মাধ্যমে হাসান বসরী থেকে আমাকে অনুরূপ (হাদীস) বর্ণনা করেছেন। হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এ হাদীস কি নবী (সঃ) থেকে বর্ণিত? তিনি প্রথমে বললেন, হ্যাঁ। তারপর বললেন, আল্লাহই ভাল জানেন।

১৮০০. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

১৮০০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন এবং রোযা অবস্থায়ও শিংগা লাগিয়েছেন।

১৮০১. عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْبُنَانِيِّ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضُّعْفِ .

১৮০১. সাবেত আল-বুনানী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আনাস ইবনে মালেককে জিজ্ঞেস করা হলো [মসূলাহ (সঃ) -এর সময়] আপনারা কি রোযাদারের জন্য শিংগা লাগানো অপসন্দ করতেন? তিনি বললেন, না, কিন্তু শিংগা লাগালে যে ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে অপসন্দ করতাম।

৩৪-অনুচ্ছেদঃ সফরে রোযা রাখা বা না রাখা উভয়টির অনুমতি আছে।

১৮০২. عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ أَنْزِلْ فَأَجِدْ لِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ قَالَ أَنْزِلْ فَأَجِدْ لِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ قَالَ أَنْزِلْ فَأَجِدْ لِي فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ مَهْنًا ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮০২. ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এক সফরে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। (সহ্মায়) তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, সওয়াযী থেকে নামো এবং আমার জন্য ছাত্তু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আন্তাহর রসূল। সূর্যের কিরণ তো এখনো অবশিষ্ট আছে। তিনি বললেন, সওয়াযী থেকে অবতরণ করো এবং আমার জন্য ছাত্তু গুলিয়ে আন। ঐ আবারও বলল, হে আন্তাহর রসূল। এখনো তো সূর্য অবশিষ্ট আছে। তিনি আবারও বললেন, নামো এবং আমার জন্য ছাত্তু গুলিয়ে আন। অতপর সে সওয়াযী থেকে নেমে ছাত্তু গুলিয়ে আনলে তিনি তা খেলেন এবং হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, এখানে অর্থাৎ যখন দেখবে যে, পূর্ব দিক থেকে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন বুঝবে রোযাদানের ইফতারের সময় হয়েছে।^{১৫}

১৮.৩. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِو الْاَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرًا الصِّيَامَ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ.

১৮০৩. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হামযা ইবনে আমর আসলামী (রাঃ) অধিক মাত্রায় রোযা রাখতে অত্যন্ত ছিলেন। তিনি নবী (সঃ)-কে বললেন, আমি সফরেও রোযা রেখে থাকি। নবী (সঃ) বললেন, সফর অবস্থায় তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখতেও পার আবার ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পার।

৩৫-অনুব্ধেদঃ রমযানের কয়েকটি রোযা রাখার পর সফরে বের হলে তার হুকুম।

১৮.৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيْدَ اَفْطَرَ فَاَفْطَرَ النَّاسُ قَالَ اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ وَالْكَدِيْدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقَدِيْدٍ.

১৮০৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক রমযান মাসে রসূলুল্লাহ (সঃ) রোযা রেখে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। কাদীদ নামক জায়গায় পৌঁছে তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেললে সবাই রোযা ভেঙ্গে ফেললো। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, উসফান ও কুদাইদ নামক জায়গা দুটির মধ্যখানে কাদীদ অবস্থিত।

৩৬-অনুব্ধেদঃ

১৮.৫. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ

^{১৫} শারবানীর মাধ্যমে জরীফ ও আবু বকর ইবনে আইয়াশ ও ইবনে আবু আওফা থেকে অনুব্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنِ زَوْاحَةَ .

১৮০৫. আবুদ-দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা নবী (সঃ)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। গরম এতো প্রচণ্ড ছিল যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত মাথার উপর তুলে ধরেছিল (সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য)। একমাত্র নবী (সঃ) ও ইবনে রাওয়াহা (রা) ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কেউ রোযাদার ছিল না।

৩৭-অনুব্ধেদঃ প্রচণ্ড গরমে অস্থির হয়ে পড়ার কারণে সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষার জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করা হলে নবী (সঃ) বললেন, সফরে রোযা রাখা নেকীর কাজ নয়।

١٨٠٦. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ .

১৮০৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন এক সফরে থাকা অবস্থায় এক জায়গায় জটলা দেখতে পেলেন। তার মধ্যে একজন লোককে দেখলেন-যাকে ছায়া করে দেয়া হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? এবং লোকেরা বলল, লোকটি রোযা রেখেছে। এসব শুনে তিনি বললেন, সফরে রোযা রাখা নেকীর কাজ নয়।

৩৮-অনুব্ধেদঃ সফরে রোযা রাখা বা না রাখা নিয়ে নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতেন না।

١٨٠٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

১৮০৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা অনেক সময় (রমযান মাসে) নবী (সঃ)-এর সাথে সফরে থাকতাম। আমাদের মধ্যে যারা রোযা রাখতেন তারা কখনো অরোযাদারদের আর যারা রোযা রাখতেন না তারা কখনো রোযাদারদের দোষারোপ ও নিন্দা করতেন না।

৩৯-অনুব্ধেদঃ রমযান মাসে সফর অবস্থায় সবাইকে দেখিয়ে রোযা ভঙ্গ করা।

١٨٠٨. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

১৮০৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। এ সময় তিনি রোযা রেখেছিলেন। তিনি উসফান নামক জায়গায় পৌছে পানি আনিয়া লোকদেরকে দেখানোর জন্য তা হাতের উপর উচু করে ধরলেন এবং রোযা ভঙ্গ করে এই অবস্থায় মক্কা পৌছলেন। এ ছিল রমযান মাসের ঘটনা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সফরে কখনো রোযা রেখেছেন আবার কখনো ভঙ্গ করেছেন। সুতরাং কেউ ইচ্ছা করলে রোযা রাখতেও পারে আবার কেউ ইচ্ছা করলে রোযা ভঙ্গও করতে পারে।

৪০-অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. (سورة البقرة : ১৮৬)

“আর যারা রোযা রাখতে সমর্থ নয় তারা ফিদইয়া হিসেবে একজন মিসকীনকে শ্বাদ্য দান করবে” (সূরা বাকারাহ: ১৮৬)

এ আয়াত সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেছেন, তা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (البقرة اية ১৮৫)

“রমযান এমন একটি মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে যা স্পষ্ট হেদায়াত ও শিক্ষায় পরিপূর্ণ, যা হেদায়াতের পথ প্রদর্শক এবং হক ও বাতিলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য সূচনাকারী। সুতরাং এখন থেকে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে সে পূর্ণ মাসের রোযা রাখবে। আর কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে কিংবা সফরে থাকে তবে সে অন্য সময়ে রোযাগুলো পূর্ণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করে দিতে চান কঠিন করতে চান না, যেন তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পার, আর যে হেদায়াত আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন সেজন্য তার মহত্ব প্রকাশ করতে ও শোকরগোজার হতে পার” (সূরা বাকারাহ: ১৮৫)।

ইবনে নুমায়ের-আ'মাস-আমর ইবনে মুররার মাধ্যমে ইবনে আবু লায়লা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবাগণ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রমযানের হুকুম নাযিল হলে তা পালন করা তাদের জন্য

কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং বারা প্রাতিদিন খাওয়াতে সমর্থ ছিল তারা সবাই রোযা না রেখে রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও একজন মিসকীনকে খেতে দিত। তাদেরকে এ ব্যাপারে অনুমতিও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু “আর রোযা রাখি তোমাদের জন্য উত্তম” এ আয়াতটি নাথিল হলে তা মানসুখ হয়ে গেল এবং এ দ্বারা সবাইকে রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হল।

১৮০৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَرَأَ فِذِيَّةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ قَالَ هِيَ مَنَسُوخَةٌ

১৮০৯. নাফে (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কুরআন মজীদে “ফিদ্য়াতুন তআযু মিসকীন” আয়াত পড়ে বললেন, এটি হকুম রহিত হয়ে গেছে।

৪১-অনুচ্ছেদঃ রমযানের কাযা রোযা কখন আদায় করতে হবে? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তা একাধারে না রেখে বিরতি দিয়ে রাখলে কোন দোষ নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “অন্য দিনগুলোতে এর সংখ্যা পূরণ করবে।” সাঈদ ইবনুল মুসহিয়াব বলেছেন, রমযানের রোযার কাযা আদায় না করা পর্যন্ত যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে নফল রোযা উত্তম নয়। ইবরাহীম নখরী বলেছেন, কাযা রোযা রাখতে অলসতা করার কারণে যদি পরবর্তী রমযান এসে যায়, তাহলে দুই রোযা একসাথে করবে। তবে এমতাবস্থায় মিসকীনকে খাওয়াতে হবে বলে তিনি মনে করেন না। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীসে এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে খাদ্য খাওয়ানো হবে। অথচ আল্লাহ তাআলা খাদ্য খাওয়ানোর কথা উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করবে”।

১৮১. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيعَ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ قَالَ يَحَى الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ بِالنَّبِيِّ

১৮১০. আবু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ আমার উপর রমযানের কাযা রোযা থাকত। কিন্তু শাবান মাস আসার পূর্বে আমি তা আদায় করতে পারতাম না। ইয়াহুইয়া বলেছেন, নবী (সঃ) -এর খেদমতে ব্যস্ত থাকার কারণে (তিনি তাঁর কাযা রোযা আদায় করার অবকাশ পেতেন না)।

৪২-অনুচ্ছেদঃ হায়েয অবস্থায় মেয়েরা নামায ও রোযা করবে না। আবু বিনাদ বলেছেন, সুন্নাত ও শরীআতের নীতি অনেক সময় যুক্তি ও বুদ্ধির বিপরীত হয়ে থাকে। তবে মুসলমানদের জন্য সুন্নাত ও শরীআতের নীতি মেনে চলা ব্যতীত

কোন গত্যন্তর নেই। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, হায়েয অবস্থায় রোযা কাযা হলে তা আদায় করতে হবে, তবে নামাযের কাযা আদায় করতে হবে না।

১৪১১. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهَا.

১৮১১. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, এটা কি ঠিক নয় যে, হায়েয শুরু হলে মেয়েরা নামায পড়তে বা রোযা রাখতে পারে না? আর দীনের ব্যাপারে এটাই তাদের কমতি।

৪৩-অনুচ্ছেদ-কোন মৃত ব্যক্তির ফরয রোযা কাযা থাকলে সে ক্ষেত্রে হাসান বসরী বলেছেন যে, একদিন খ্রিশজন লোক একত্রে তার পক্ষ থেকে রোযা আদায় করে দিলে জায়েয হবে।

১৪১২. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ.

১৮১২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন মৃত ব্যক্তির উপর কাযা রোযা থাকলে ঐ লোকের অভিভাবক তার পক্ষ থেকে তা আদায় করবে। ১৬

হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে ওস্বাহ কত্বক আমার থেকে এবং ইয়াহুইয়া ইবনে আইয়ুব কত্বক ইবনে আবু জাফর থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

১৪১৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَذَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.

১৮১৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর এক মাসের রোযা কাযা আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় করব? নবী (সঃ) বলেন, হী আল্লাহর ঋণ পরিশোধিত হওয়ার অধিক যোগ্য।

১৪১৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمٌ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

১৬. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক ও অন্যান্য ফকীহগণের মতে অভিভাবক কত্বক রোযা মৃত ব্যক্তিকে রোযার কাযাঃ- আদায় করার নিয়ম পদ্ধতি এই যে, কিদইয়া অর্থাৎ প্রতি রোযার পরিবর্তে এক মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে খাওওয়াবে।

১৮১৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে বলল, আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর (ওপর) পনের দিনের রোযা কাযা আছে।

৪৪-অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের জন্য কোন সময় ইফতার করা জায়েয, সূর্যগোলক অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে আবু সাঈদ খুদরী (রা) ইফতার করতেন।

১৮১৫. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهْنَا وَادْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهْنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮১৫. আসেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে সময় এদিক (পূর্ব দিক) থেকে অন্ধকার হয়ে আসে আর দিন এদিক (পশ্চিম দিক) দিয়ে চলে যায় এবং সূর্য অস্ত যায় তখন রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে যায়।

১৮১৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ يَا فُلَانُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهْنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮১৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গী ছিলাম। তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। সূর্য ডুবেলে তিনি কাফেলার একজন লোককে ডেকে বললেন, হে অমুক ! যাও আমাদের জন্য কিছু ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! সন্ধ্যা হতে দিন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, সওয়াযী থেকে অবতরণ করে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি সন্ধ্যা হতে দিন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আবারও বললেন, সওয়াযী থেকে অবতরণ কর, আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, দিন তো এখনও অবশিষ্ট আছে ? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি সওয়াযী থেকে নেমে গিয়ে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। এরপর সে সওয়াযী হতে নামল এবং সবার জন্য ছাতু গুলিয়ে তৈরী করে দিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তা পান করে বললেন, যখন দেখবে যে, এদিক (পূর্বদিক) থেকে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন রোযাদার ইফতার করবে।

৪৫-অনুচ্ছেদ-পানি বা অন্য কিছ্ যা সহজে পাওয়া যাবে তা দিয়েই ইফতার করবে।

১৪১৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ سَرَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ أَنْزِلْ فَاجِدْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ أَنْزِلْ فَاجِدْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ أَنْزِلْ فَاجِدْ لَنَا قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبِلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ .

১৮১৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময় আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর সফরসঙ্গী ছিলাম। তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। সূর্য ডুবলে তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি সওয়ারী থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সন্ধ্যা হচ্ছে দিন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি গিয়ে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এখনো তো দিন অবশিষ্ট আছে? রসূলুল্লাহ (সঃ) আবার বললেন, যাও না, আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে গিয়ে ছাতু গুলিয়ে নিয়ে এলো। পরে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যে সময় তোমরা দেখবে বাতের অন্ধকার এদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে তখন রোযাদার ইফতার করবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) সাথে সাথে তাঁর আঙুল দ্বারা পূর্বদিকে ইশারা করে দেখালেন।

৪৬-অনুচ্ছেদঃ অনতিবিলম্বে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা।

১৪১৮. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ .

১৮১৮. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যত দিন লোকেরা তাড়াতাড়ি (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে তত দিন পর্যন্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না। ১৭

১৪১৯. عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْزِلْ فَاجِدْ لِي قَالَ لَوْ أَنْتَظَرْتُ حَتَّى تُمْسِيَ قَالَ أَنْزِلْ فَاجِدْ لِي إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

১৭. আহলে কিতাবদের ইফতারের সময় হল আসমানের তারকাসমূহ যখন নষ্ট হয়ে উঠে তখন। আর কুরআন-হাদীসের বিধান হল ইফতারের ব্যাপারে জলদি করা ও সহরীর ব্যাপারে বিলম্ব করা।

১৮১৯. ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমি নবী (সঃ) –এর সাথে ছিলাম। তিনি রোযা রেখেছিলেন। সন্ধ্যা হলে তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি গিয়ে আমার জন্য ছাত্তু গুলিয়ে আন। সে বলল, আপনি সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। নবী (সঃ) বললেন, তুমি (সওয়ারী থেকে নেমে) গিয়ে আমার জন্য ছাত্তু গুলিয়ে আন। যখন দেখবে রাতের অন্ধকার এদিক (পূর্বদিক) থেকে ঘনিয়ে আসছে তখন বুঝবে রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে গিয়েছে।

৪৭-অনুচ্ছেদঃ ইফতার করার পরে সূর্য দেখা গেলে।

১৮২. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لِهَيْشَامٍ فَأَمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ بَدُؤُا مِنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضُوا أَمْ لَا -

১৮২০. আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) জীবিত থাকতে আমরা এক বাদলা দিনে ইফতার করার পর সূর্য দেখা দিল। হাদীসের বর্ণনাকারী হিশামকে ১৮ জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাদেরকে কি কাযা আদায়ের আদেশ দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন, এ ছাড়া আর উপায় কি ছিল। মা'মার হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছিলেন, তারা কাযা করেছিলেন কি না তা আমার জানা নেই।

৪৮-অনুচ্ছেদঃ শিশুদের রোযা রাখা। রমযান মাসে এক নেশাগ্রস্তকে উমর (রাঃ) বলেছেন, তোমার সর্বনাশ হোক। আমাদের শিশুরা পর্যন্ত রোযা রাখছে আর তুমি নেশায় বুদ্ধ হয়ে আছ। এরপর তিনি তার উপর হুদ জারি করলেন। ১৯

১৮২১. عَنْ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطَرًا فَلَيْتُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَ وَتَصُومُ صَبِيَّانَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ .

১৮২১. রুবাই বিনতে মু'আওয়ায (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আশুরার ২০ দিন সকালে নবী (সঃ) আনসারদের এলাকায় নির্দেশ পাঠালেন যে, যারা সকালে খেয়েছে

১৮. হাদীসের সনদে যেসব বর্ণনাকারীর নাম আছে তার মধ্যে একজন হলেন হিশাম ইবনে উরওয়া।

১৯. শিশুদের রোযা পালন সম্পর্কে অধিকাংশ উলামার মত হল, রোযা তাদের ওপরে ফরয নয়। তবে সালাফদের (পূর্ববর্তী) মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক বলেছেন, অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে রোযা- রাখতে বলা যাবে। তাহলে বড় হয়ে তারা সহজেই রোযা রাখতে পারবে।

২০. তখনো রমযানের রোযা ফরয হয়নি।

তারা দিনের বাকী অংশে আর কিছু খাবে না। আর যারা রোযা রেখেছে তারা রোযা পূর্ণ করবে। হাদীসের বর্ণনাকারিণী বলেন, এরপর আমরাও রোযা রাখতাম এবং আমাদের শিশুদেরও রোযা রাখাতাম। তাদেরকে আমরা তুলা বা পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। তারা কেউ খাওয়ার জন্য কৌদলে আমরা তাদেরকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বোখারী, (র) বলেছেন “আল-ইহুন্” অর্থ ‘পশম’।

৪৯-অনুচ্ছেদঃ সাওমে বেসাল বা বিরতীহীন রোযা। আল্লাহর বাণীঃ

ثُمَّ اَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْاَيْلِ

“রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর”-এর উদ্ধৃতি দিয়ে যারা বলেন, রাতের বেলায় রোযা নেই। আর দয়া ও রহমত বশতঃ এবং শারীরিক সামর্থ্য বজায় রাখার জন্য নবী (সঃ) রাতের বেলায় রোযা রাখতে অন্য সবাইকে নিষেধ করেছেন। ইবাদতে কঠোরতা অবলম্বন মাকরুহ।

১৮২২. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تَوَاصِلٌ قَالَ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقِي أَوْ إِنِّي أَبَيْتُ أَطْعَمَ وَأَسْقِي.

১৮২২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা সাওমে বেসাল বা বিরতীহীনভাবে (রাত দিন না খেয়ে) রোযা রাখবে না। সবাই বলল, আপনি যে সাওমে বেসাল রেখে থাকেন? ২১ জবাবে তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। তারপর (আবার) বললেন, আমাকে খাওয়ানো এবং পান করানো হয় অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বলেন, আমি এমনভাবে রাত যাপন করি যে, আমাকে খাওয়ানো ও পান করানো হয়।

২২

১৮২৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تَوَاصِلٌ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقِي.

১৮২৩. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। সাহাবাগণ সবাই বলেছিলেন, আপনি তো সাওমে বেসাল করে থাকেন। তিনি বলেছিলেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়, আমাকে খাওয়ানো ও পান করানো হয়।

১৮২৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تُوَاصِلُ فَإِيَّكُمْ إِذَا

২১. রোযা রেখে দিবাভাগে ইচ্ছাকৃতভাবে যেসব কাজ করলে রোযা ভঙ্গ হয় রাতের বেলায়ও তা পরিত্যাগ করাকে সাওমে বেসাল বলে।

২২. আল্লাহ তাআলা বিশেষ রহমতের দ্বারা তাঁর পাল্লাহারের প্রয়োজন পূর্ণ করতেন।

أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مَطْعَمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي . .

১৮২৪. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা সাওমে বেসাল করো না। তোমাদের কেউ সাওমে বেসাল করতে চাইলে সাহরীর সময় পর্যন্ত যেন বেসাল করে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো বেসাল করে থাকেন? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমি এমনভাবে রাত যাপন করি যে, আমার খাওয়ার ও পানীয় দেওয়ার একজন আছেন যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

١٨٢٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ
فَقَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي
لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ رَحْمَةً لَهُمْ .

১৮২৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) দয়াবশতঃ সবাইকে সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। এতে সাহাবাগণ বললেন, আপনি তো সাওমে বেসাল রাখেন? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমার প্রতিপালক প্রভু আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

৫০-অনুচ্ছেদঃ বেশী বেশী সাওমে বেসালকারীর শাস্তি। আনাস (রা) এ বিষয়ে নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٢٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي
إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا مِنَ الْوِصَالِ
وَأَصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهَيْلَالَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْتَّنْكِيلِ
لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا .

১৮২৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। একজন মুসলমান তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো সাওমে বেসাল করে থাকেন? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমি (এমনভাবে) রাত যাপন করি যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান। তারা (সাহাবাগণ) সাওমে বেসাল থেকে বিরত না থাকলে রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথমে এক দিনের পর আরেক দিন সাওমে বেসাল রাখলেন এবং চাঁদ দেখা গেলে তিনি বললেন, চাঁদ আরো

দেৱীতে দেখা দিলে আমিও (সাওমে বেসাল) দীৰ্ঘায়িত কৰতাম। তীৱা (সাহাবাগণ) সাওমে বেসাল থেকে বিৱত না থাকায় শাস্তিৰূপ তিনি এ ব্যবস্থা কৰলেন।

১৪২৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوَصَالَ مَرَّتَيْنِ قِيلَ إِنَّكَ تَوَاصِلُ قَالَ إِنِّي أَبَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيَنِي فَأَكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَ .

১৮২৭. আবু হুৱাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা সাওমে বেসাল থেকে বিৱত থাক, দুইবার বললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি তো সাওমে বেসাল রাখেন? তিনি বললেন, আমি (এমন অবস্থায়) রাত যাপন কৰি যে, আমার রব আমাকে পানাহাৰ কৰান। তোমরা শক্তিসামৰ্থ অনুপাত কাজেৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰ।

৫১-অনুচ্ছেদঃ সাহৱীৰ সময় পৰ্যন্ত বেসাল কৰা।

১৪২৮. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السُّحَرِ قَالُوا فَإِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبَيْتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِيَنِي .

১৮২৮. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুছাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা সাওমে বেসাল রেখ না, তোমরা কেউ বেসাল রাখতে চাইলে সাহৱীৰ সময় পৰ্যন্ত রাখ। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহৰ রসূল! আপনি তো সাওমে বেসাল রেখে থাকেন। তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমি (এমন অবস্থায়) রাত যাপন কৰি যে, আমার খাদ্যদানকাৰী আছেন তিনি আমাকে খাওয়ান এবং পানীয় দানকাৰী আছেন, তিনি আমাকে পান কৰান।

৫২-অনুচ্ছেদঃ নফল ৰোযা ভঙ্গ কৰাৰ জন্য এক মুসলমানের আরেক মুসলমানকে আল্লাহৰ দোহাই দেয়া। যদি ঐ ব্যক্তিৰ জন্য ৰোযা না ৰাখাই উত্তম হয় তাহলে তাৰ কাযা আদায় ওয়াজিব না হওয়ার অভিমত।

১৪২৯. عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَرَأَى سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكَ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا

بِأَكْلِ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ قَالَ نَمْ
فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْخَيْرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانَ قُمْ الْآنَ
فَصَلِّ يَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلَا هَلَكَ
عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ .

১৮২৯. আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রাঃ) থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) সালমান (রা) ও আবু দারদা (রা)-র মধ্যে ভাত সম্পর্ক পাতিয়ে দিলেন। (এক সময়ে) সালমান (রা)। আবু দারদার সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলে দারদার মাকে খুব বিশ্রী ময়লা কাপড় পরিহিতা দেখতে পেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আপনার ভাই আবু দারদার দুনিয়ার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। ইতিমধ্যে আবু দারদা (রা) এসে উপস্থিত হলেন। সালমানের জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে বললেন, আমি তো রোযা রেখেছি, আপনি খেয়ে নিন। সালমান (রা) বললেন, আপনি না খেলে আমি খাব না। সুতরাং তিনি তাঁর সাথে খেলেন। রাত হলে আবু দারদা নামাযে (নফল ইবাদতে) দাঁড়ালে সালমান তাকে বললেন, শুয়ে পড়ুন। তিনি তখন শুয়ে পড়লেন। পরে আবার নামাযে দাঁড়ালে এবারেও সালমান (তাঁকে) বললেন, শুয়ে পড়ুন। পরে শেষ রাতের দিকে সালমান তাঁকে বললেন, এখন উঠে পড়ুন। অতপর উভয়েই নামায পড়লেন। তারপর সালমান তাঁকে বললেন, আপনার ওপর আপনার রবের হক আছে, আপনার নিজের আত্মার হক আছে এবং আপনার পরিবার -পরিজনেরও হক আছে। তাই প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য দান করুন। এরপর তিনি (আবু দারদা) নবী (সঃ)-এর কাছে এসে এসব কথা বললে নবী (সঃ) বললেন, সালমান ঠিকই বলেছে।

৫৩-অনুচ্ছেদঃ শা'বান মাসে রোযা রাখার বর্ণনা।

১৮৩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ .

১৮৩০. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (একাধারে) রোযা রাখা শুরু করতেন। এমনকি আমরা বলতাম, তিনি (হয়ত আর) রোযা ভাঙ্গবেনই না। আবার তিনি রোযা রাখা ছেড়ে দিতেন। এমনকি আমরা বলতাম, তিনি (সহসা আর) রোযা রাখবেন না। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে রমযান ভিন্ন অন্য কোন মাসে পূর্ণমাস রোযা রাখতে দেখিনি এবং শা'বান মাস ছাড়া এত অধিক (মফল) রোযা আর কোন মাসে তাঁকে রাখতে দেখিনি।

১৪২১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَاحْبِبُوا الصَّلَاةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا دُومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْتُمْ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوِمَ عَلَيْهَا -

১৮৩১. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) শা'বান মাসের ন্যায় এত অধিক (নফল) রোযা আর কোন মাসে রাখতেন না। তিনি শা'বান মাসের প্রায় পুরোটাই রোযা রাখতেন। তিনি সকলকে এই আদেশ দিতেন যে, তোমরা যতদূর আমলের শক্তি রাখ, ঠিক ততটুকুই কর। আল্লাহ (সওয়াব দানে) অপারগ নন যতক্ষণ না তোমরা অক্ষম হয়ে পড়। নবী (সঃ)-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় হল এমন নামায-যা অব্যাহতভাবে আদায় করা হয়- পরিমাণে তা যত কমই হোক না কেন। নবী (সঃ) -এর অভ্যাস ছিল- যখন তিনি কোন (নফল) নামায পড়তেন পরবর্তীতে তা অব্যাহত রাখতেন।

৫৪-অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)-এর রোযা না রাখার বর্ণনা।

১৪২২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَفْطِرُ وَيَفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ .

১৮৩২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) রমযান ভিন্ন আর কোন মাসে পুরো মাস রোযা রাখতেন না। তিনি রোযা রেখে যেতেন-এমনকি লোকজন বলতো, আল্লাহর কসম! তিনি আর রোযা ভাঙ্গবেনই না। আবার রোযার বিরতি দিতেন এমনকি মানুষ বলতো যে, আল্লাহর কসম! তিনি আর রোযাই রাখবেন না।

১৪২৩. عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومُ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَفْطِرُ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لَا تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسًا فِي الصَّوْمِ .

১৮৩৩. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন মাসে এমনভাবে রোযার বিরতি দিতেন আমরা ধারণা করতাম যে, এ মাসে তিনি আর রোযাই রাখবেন না। আবার এমনভাবে রোযা শুরু করতেন, এমনকি আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি রোযা

একেবারেই তাৎবেন না। রাতে ভূমি যদি কাউকে নামাযরত দেখতে চাও তবে তাঁকে দেখতে পাবে। আর যদি নিদ্রারত দেখার ইচ্ছা কর-তাও তাঁকে দেখতে পাবে।

১৪২৬. عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحَبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ وَلَا مَفْطَرًا إِلَّا رَأَيْتُهُ وَلَا مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ وَلَا مَسَسَتْ خُرَّةٌ وَلَا حَرِيرَةٌ أَلَيْنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا شَمِمَتْ مِسْكَةٌ وَلَا عَبِيرَةٌ (عَنْبَرَةٌ) أَطِيبَ رَائِحَةً مِّنْ رَّائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৮৩৪. হুমাইদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে নবী (সঃ)-এর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি যদি নবী (সঃ)-কে কোন মাসে রোযাদার হিসেবে দেখতে চাইতাম তবে তা দেখতে পেতাম। আর যদি রোযা না রাখা অবস্থায় দেখতে চাইতাম তাও দেখতে পেতাম। রাতে নামাযরত দেখতে চাইলে তাঁকে সে অবস্থায় দেখতাম এবং নিদ্রারত দেখতে ইচ্ছা করলে তাও দেখতে পেতাম। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাত হতে অধিক কোমল কোন রেশমী কাপড় দেখিনি এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সূত্ৰাণের তুলনায় অধিক সুগন্ধ ও পবিত্রতা কোন মিশক (মুগনাতি) ও আশ্বরেও পাইনি।

৫৫-অনুচ্ছেদঃ রোযায় মেহমানের হক আদায় করার বর্ণনা।

১৪২৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي أَنَّ لِرِزْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَقُلْتُ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ .

১৮৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে এসেছিলেন, অতঃপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার মেহমানের হক আছে। অবশ্যই তোমার উপর তোমার স্বীয় হক রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দাউদ (আঃ)-এর রোযা কেমন ছিল? তিনি বললেন, দাউদ (আঃ) অর্ধবছর অর্থাৎ একদিন রোযা রাখতেন আর একদিন রাখতেন না।

৫৬-অনুচ্ছেদ নফল রোযায় দেহের অধিকারের প্রতি নযর রাখা।

১৪২৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَمْ أَخْبَرَ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا

تَفْعَلُ صُيُومَ وَأَفْطَرَ وَقُمْ وَتَمَّ فَإِنْ لَجَسَدَكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا
وَإِنْ لِرِزْوَاجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ
لَكَ بِكُلِّ خَسَنَةٍ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا فَإِذَا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدَتْ عَلَيْهِ
فَشَدَّدَ عَلَى قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةَ قَالَ فَصُمُ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ
دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبُرَ يَا لَيْتَنِي
قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)
আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুল্লাহ! আমি অবহিত হয়েছি যে, তুমি নাকি (সর্বদা)
দিনে রোযা রাখ এবং রাতে নামাযে রত থাক (এ খবর কি সত্য)? আমি জবাব দিলাম,
হা, ইয়া রসূলুল্লাহ। তিনি বললেন, এমনটি আর করো না। তুমি রোযা রাখ এবং বিরতি
দাও, নামায পড় আবার ঘুমও যাও। কেননা তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে,
তোমার ওপর তোমার চোখ দু'টির হক রয়েছে, তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে
এবং তোমার ওপর তোমার সাক্ষাতকারীর (মেহমানের) হক রয়েছে। সুতরাং প্রতি মাসে
তিনদিন রোযা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট। কেননা প্রতিটি নেক কাজের বিনিময়ে তোমার
জন্য রয়েছে এর দশগুণ সওয়াব। এভাবে তা সারা বছরের রোযার সমতুল্য হয়ে গেল।
(আবদুল্লাহ বলেন,) অতঃপর আমি (আরো বেশী রোযা রেখে নিজের উপর) কঠোরতা
অবলম্বন করতে চাইলাম। আমাকে সেই কঠোরতা অবলম্বনের অনুমতি দেয়া হল। আমি
বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি (অনুরূপ রোযা রাখার) শক্তি পেয়ে থাকি। তিনি বললেন,
তাহলে আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) -এর ন্যায় রোযা রাখ। এর ওপর আর বাড়াবাড়ি
করো না। আরয় করলাম, আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ)-এর রোযা কেমন ছিল? তিনি
বললেন, দাউদ (আঃ) একদিন রোযা রাখতেন, একদিন ভাঙ্গতেন। বর্ণনাকারী বলেন,
আবদুল্লাহ (রাঃ) যখন বৃড়ো হয়ে গেলেন, তখন (দুঃখ করে) বলতেন, হায়! আমি যদি
নবী (সঃ) -এর দেয়া অব্যাহতিটা কবুল করে নিতাম।

৫৭-অনুচ্ছেদঃ সারা বছর রোযা রাখা।

১৮৩৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَقُولُ وَاللَّهِ
لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلَاقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عَشَيْتُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ
وَأُمِّي قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمَّ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَصِيْمٌ مِنَ الشَّهْرِ

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا ذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ .

১৮৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) অবহিত হয়েছেন যে, আমি বলছি, আল্লাহর কসম! যতদিন আমি বেঁচে থাকব, দিনভর রোযা রাখব এবং রাতভর নামায পড়ব। (আমাকে জিজ্ঞেস করা হলে) আমি তাঁর নিকট আরয করলাম, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কোরবান হোক, ঠিকই আমি এ কথা বলেছি। তিনি বললেন, কখনো এ শক্তি তুমি রাখ না। অতএব তুমি রোযা রাখ আবার ভেঙ্গেও ফেল, (রোযে) নামাযে দাঁড়াও এবং ঘুমও যাও। আর মাসে তিনদিন রোযা রাখ। কেননা প্রত্যেক নেক কাজের দশগুণ করে সওয়াব পাওয়া যায়। এতেই সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যাবে। আমি আরয করলাম, আমি এর চাইতেও অধিক করার ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখ এবং দু'দিন বিরতি দাও। আমি আবার বললাম, আমি এর চাইতেও অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেন, তবে একদিন রোযা রাখ এবং একদিন বিরতি থাক। এটিই দাউদ (আঃ)-এর রোযা। আর এটিই সর্বোত্তম রোযা। আমি (আবারও) বললাম, আমি এর চাইতেও অধিক সামর্থ রাখি। তখন নবী (সঃ) বললেন, এর চাইতে উত্তম (পদ্ধতির) আর (কোন রোযা) নেই।

৫৮-অনুচ্ছেদঃ রোযায় পরিবার-পরিজনের হক সম্পর্কে। আর জুহায়ফা (রাঃ) মহানবী (সঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৮৩৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي أَشَرُّ الصَّوْمِ وَأَصْلَى اللَّيْلِ فَأَمَّا أَرْسَلُ إِلَيَّ وَأَمَّا لَقِيْتُهُ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تَفْطِرُ وَتُصَلِّي وَلَا تَنَامُ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ إِنِّي لَأَقْوَى لِدَٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَكَيْفَ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا وَكَانَ لَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى قَالَ مَنْ لِي بِهِذِهِ يَا نَبِيُّ اللَّهِ قَالَ عَطَاءٌ لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْآبَدَ مَرَّتَيْنِ .

১৮৩৮. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ)-এর নিকট খবর পৌঁছল যে, আমি একাধারে রোযা রেখে থাকি এবং রাতভর নামায পড়ে থাকি। অতপর তিনি (রাবীর সন্দেহ) হয়ত আমাকে ডেকে পাঠালেন অথবা আমি স্বয়ং তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি বললেন, আমি খবর পেয়েছি, তুমি শুধু রোযাই রাখ, বিরতি দাও না এবং (রাতভর) নামাযই পড় আর ঘুমাও না (এটা ঠিক নয়), বরং রোযাও রাখ, বিরতিও দাও, নামাযেও দাঁড়াও এবং ঘুমাও যাও। কেননা তোমার চক্ষুদ্বয়ের হক রয়েছে, তোমার আত্মা এবং পরিবার-পরিজনদেরও। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি নিজেই এজন্য এর চাইতেও অধিক শক্তিমান মনে করি। তিনি বললেন, তাহলে দাউদ (আঃ) -এর মত রোযা রাখা আবদুল্লাহ বলেন, আমি আরয় করলাম, তিনি কিভাবে রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, দাউদ (আঃ) একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। এজন্য (দুর্বল হতেন না) দুশমনের সম্মুখীন হলে (ময়দান ছেড়েও) ভাগতেন না। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি আরয় করলাম, হে আল্লাহর নবী! এ ব্যাপারে আমার শক্তি কে যোগাবে? ২৩

আতা বর্ণনা করেছেন, আমি জানি না, সদা-সর্বদা রোযা রাখার বিষয়টি কিভাবে আলোচনা করেছেন। নবী (সঃ) দু'বার বলেছেন, যে সর্বদা রোযা রাখল সে যেন কোন রোযাই রাখল না।

৫৯-অনুচ্ছেদঃ একদিন রোযা রাখা ও একদিন বিরতি দেওয়ার বর্ণনা।

১৮৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صُمُّ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ صُمُّ يَوْمًا وَأَفْطَرُ يَوْمًا وَقَالَ اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ إِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ فِي ثَلَاثٍ .

১৮৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তুমি মাসে তিন দিন রোযা রাখ। আবদুল্লাহ বলেন, আমি এর চাইতে বেশী ক্ষমতা রাখি। এভাবেই কথাবার্তা চলছিল। শেষ পর্যন্ত নবী (সঃ) বললেন, তুমি তাহলে একদিন রোযা রাখ এবং একদিন বিরতি দাও। নবী (সঃ) (আরও) বললেন, তুমি প্রতি মাসে একবার কুরআন খতম কর। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি এর চাইতে বেশী শক্তি রাখি। এভাবেই কথা চলছিল, এমনকি নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তিন দিনে (একবার খতম করো)।

৬০-অনুচ্ছেদঃ দাউদ (আঃ)-এর রোযার বর্ণনা।

২৩. অর্থাৎ দাউদ (আঃ)-এর ন্যায় কাফেরের মুকাবিলায় না ভাগার স্বভাব আমার মধ্যে সৃষ্টি করার দায়িত্ব কে নেবে।

১৪৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمْتَ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ (نَهَتْ/نَهَكَتْ) لَهُ النَّفْسُ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَوْمَ الدَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَأَنَّى أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى .

১৮৪০. আবুল আব্বাস মক্কী (রাঃ) যিনি একজন কবি ছিলেন এবং যার হাদীস সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই, তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বুঝি সর্বদা রোযা রাখ এবং সারা রাত (নামাযে) দাঁড়িয়ে থাক? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি এরূপ করলে তাতে চোখ কোটরে ঢুকে যাবে এবং দেহ দুর্বল হয়ে যাবে। যে সর্বদা রোযা রাখল, সে রোযাই রাখল না। (মাসে) তিন দিন রোযা রাখা সারা জীবন রোযা রাখার সমতুল্য। আমি বললাম, আমি এর চাইতে বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন, তাহলে দাউদ (আঃ)-এর অনুরূপ রোযা রাখ। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। ফলে (দুর্বল না হওয়ার কারণে) তিনি শত্রুর সম্মুখীন হলে (যয়দান ছেড়ে) ভাগতেন না।

১৪৬১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ لَهُ صَوْمِي فَقَدَخَلَ عَلَى فَالْقَيْتُ لَهُ وَسَادَةٌ مِّنْ أَدَمَ حَشَوْهَا لَيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَسْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَحَدَى عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَطْرُ الدَّهْرِ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا .

১৮৪১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আমার রোযা রাখার ব্যাপারটি উল্লেখ করা হয়েছিল। তিনি আমার নিকট তাকরীফ আনলেন। আমি তাঁর জন্য চামড়ার একটি তাকিয়া বিছিয়ে দিলাম। তা খেজুরের ছালে ভরাট ছিল। তিনি মাটিতে বসে গেলেন এবং তাকিয়াটি আমার ও তাঁর মাঝে আড় হয়ে গেল। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখলে কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট হয় না? আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি আরয় করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ (আরও অধিক)। তিনি বললে, পাঁচ-দিন। আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ (আরও অধিক)।

তিনি বললেন, সাত দিন। আমি আরয় করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (আরও অধিক)। তিনি বললেন, নয় দিন। আমি আরয় করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (আরও অধিক)। তিনি বললেন, নয় দিন। আমি আরয় করলাম। (আরও অধিক)। তিনি বললেন, এগার দিন। অতপর নবী (স) বলেন, দাউদ (আ)-এর রোযার চেয়ে উত্তম রোযা হয় না, অর্ধ বছর। তুমি একদিন রোযা রাখ এবং একদিন বিরতি দাও

৬১-অনুচ্ছেদঃ আইয়াম বীযের রোযা ২৪

১৪৪২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثِ صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتَيِ الضُّحَىٰ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ .

১৮৪২. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমার পরম বন্ধু (সঃ) আমাকে তিনটি বিষয়ের ওসীয়াত করে গেছেন। (এক) প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা, (দুই) চাশতের দুই রাকআত নামায পড়া এবং (তিন) আমি যেন (রাতো নিদ্রা যাওয়ার আগেই বেতেরের নামায আদায় করে নেই।

৬২-অনুচ্ছেদঃ কারো সাক্ষাতে গেলে নফল রোযা ভাঙ্গা জরুরী নয়।

১৪৪৩. عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ أُمِّ سُلَيْمٍ فَاتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ فَقَالَ أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَانِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وَعَانِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ نَاحِيَةِ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّىٰ غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فِدْعًا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خُوَيْصَةً قَالَ مَا هِيَ قَالَتْ خَادِمُكَ أَنَسٌ فَمَا تَرَكَ خَسِيرَ الْآخِرَةِ وَلَا دُنْيَا لِي بِهِنَّ أَدْعَا لِي بِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَهَوْلًا وَيَبَارِكْ لَهُ فَإِنِّي لَمَنْ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ مَالًا وَحَدَّثَنِي ابْنَتِي أَمِينَةُ أَنَّهُ دَفِنَ لِي صَلْبِي مُقَدَّمَ حَاجَ الْبَصْرَةِ بِضَعٍّ وَعِشْرِينَ وَمِائَةً .

১৮৪৩. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (একদা) নবী (সঃ) উম্মে সুলাইম (রা)-র ঘরে তাকরীফ আনলেন। উম্মে সুলাইম তখন কিছু খেজুর ও ঘি নবী (সঃ) -এর খেদমতে পেশ করলেন। নবী (সঃ) বললেন, ঘি ও খেজুর স্ব স্ব পাত্রে রেখে দাও। কেননা আমি রোযাদার। অতঃপর তিনি ঘরের এক কোণে গিয়ে নফল নামায পড়লেন এবং উম্মে সুলাইম ও ঘরের বাসিন্দাদের জন্য দোআ করলেন। তখন উম্মে সুলাইম বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার একজন আদরের দুলাল রয়েছে (দোআয় তাকেও শরীফ করুন)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কে? উম্মে সুলাইম বললেন, আপনার খাদেম আনাস। (আনাস (রাঃ) বলেন) তখন নবী (সঃ) আমার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য দোআ

করলেন এবং এ দোআ করলেন, আয় আল্লাহ! তাকে ধনে-জনে বাড়িয়ে দাও এবং তার (সব কিছুতে) বরকত দান কর। (এই দোআর বরকতেই) আজ আমি আনসারগণের মধ্যে বেশী ধনশালী। আর আমার মেয়ে উমাইনা। বর্ণনা করেছে যে, হাজ্জাজের বসরায় (শাসক হয়ে) আগমনের সময় পর্যন্ত আমার ঔরসজাত মৃত সন্তানের সংখ্যা ছিল একশ' কুড়ি জনেরও অধিক।

৬৩-অনুচ্ছেদঃ মাসের শেষভাগে রোযা রাখা।

১৪৪৬. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَا فَلَانٍ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرُ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُلِ الصَّلَاتُ أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ وَعَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ سَرَرَ شَعْبَانَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ وَشَعْبَانَ أَصَحُّ.

১৮৪৮. ইমরান ইবনে হসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কিংবা অন্য এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন এবং ইমরান (রাঃ) শুনছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে অমূকের পিতা! তুমি কি এ মাসের শেষভাগে রোযা রাখনি? বর্ণনাকারী আবু নোমান বলেন, আমার ধারণা এখানে নবী (সঃ)-এর উদ্দেশ্য 'রমযান' মাস ছিল। সে ব্যক্তি জবাব দিল, না, ইয়া রসূল্লাহ। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তুমি যখন ইফতার কর, তখন (এর পরিবর্তে) দু'দিন দু'টি রোযা রেখে নিও। সালত এ কথা বলেননি যে, আমার ধারণায় এখানে নবী (সঃ)-এর উদ্দেশ্য রমযান ছিল। অন্য সনদে ইমরান (রা) নবী (সঃ) থেকে "শাবান মাসের শেষ ভাগে" বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুল্লাহ বুখারী (রাঃ) বলেছেন, এখানে (রমযানের) স্থলে শাবানই অধিক শুদ্ধ ও সঠিক। ২৫

৬৪-অনুচ্ছেদঃ- শুধু জুমুআর দিন রোযা রাখা। যদি কেউ জুমুআর দিন রোযা রাখে অর্থাৎ এর আগেও রাখে না এবং পরেও রাখার এরাদা নেই (শুধু শুক্রবারেই রোযা রাখে) তাহলে এই রোযা তার ভেঙ্গে ফেলা উচিত।

১৪৪০. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ يَتَفَرَّدُ بِصَوْمِهِ.

২৫. প্রতি মাসের শেষ দু'দিনে রোযা রাখা এই সাহাবীর অভ্যাস ছিল। সাধারণতঃ শাবান মাসের শেষভাগে রোযা রাখা নিষেধ হলেও এই ব্যক্তির অভ্যাস যেন বজায় থাকে- তাই নবী (সঃ) তাকে অন্য মাসে রোযা আদায় করার পরামর্শ দিয়েছেন।

১৮৪৫. মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি জাবের (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নবী (সঃ) কি (শুধুমাত্র) জুমুআর দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ আবু আসেম তিন অন্যান্য রিওয়াযাকারীগণ বর্ণনা করেছেন যে, শুধুমাত্র একদিন রোযা রাখা নিষেধ।

১৮৪৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ .

১৮৪৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন কখনও শুধুমাত্র জুমুআর দিন রোযা না রাখে। (যদি রাখতে চায়) তবে জুমুআর আগের দিন কিংবা পরের দিন যেন একটি রোযা রেখে নেয়।

১৮৪৭. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ جُوَيْرَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتَ امْسِ قَالَتْ لَا قَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتْ لَا قَالَ فَافْطِرِي وَحَدَّثَ أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ جُوَيْرَةَ حَدَّثَتْهُ فَأَمَرَهَا فَافْطَرَتْ .

১৮৪৭. আবু আইয়ুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী পত্নী জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা নবী (সঃ) জুমুআর দিন তাঁর নিকট গেলেন। তিনি তখন রোযা রেখেছিলেন। নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে? তিনি জবাব দিলেন, না। নবী (সঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আগামী কাল রোযা রাখার আশা পোষণ কর কি? তিনি বললেন, না। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তুমি রোযা ভেঙ্গে ফেল। আবু আইয়ুব বর্ণনা করেছেন, জুয়াইরিয়া তাঁর নিকট হাদীস বয়ান করেছেন, অতঃপর নবী (সঃ) তাঁকে (রোযা ভাংগার) নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলেছেন।

৬৫-অনুচ্ছেদঃ রোযার জন্য কোন বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করা।

১৮৪৮. عَنْ عَلْقَمَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْتَصِرُ مِنَ الْآيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ لَا كَانَ عَمَلُهُ بَيْمَةً وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُضِيقُ .

১৮৪৮- আলকামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) রোযার জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করতেন কি? তিনি জবাব দিলেন, না। তাঁর আমল ছিল স্থায়ী। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমান শক্তি-সামর্থ্য রাখে তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে?

৬৬-অনুচ্ছেদঃ আরাফাতের দিন রোযা রাখা।

১৪৪৭. عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ أُمَّ الْفَضْلِ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَقَفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ .

১৯৪৯. হারিস কন্যা উম্মুল ফযল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আরাফাতের দিন লোকজন তাঁর কাছে নবী (সঃ)-এর রোযা (রাখা না রাখা) সম্পর্কে বিতর্ক করছিল। তাদের কেউ বলল, তিনি রোযা রেখেছেন। অন্যরা বলল, তিনি রোযা রাখেননি। তখন উম্মুল ফযল (রাঃ) নবী (সঃ)-এর খেদমতে এক পিয়ালা দুধ পাঠালেন। তিনি উটের ওপর বসা ছিলেন। দুধটুকু তখনি তিনি পান করে ফেললেন।

১৪৫০. عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلَابٍ وَهُوَ وَقَفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ .

১৮৫০. মুসলিম জননী মাইমূনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। লোকজন আরাফাতের দিন নবী (সঃ)-এর রোযা রাখার ব্যাপারে সন্দেহ করছিল। (তিনি বলেন), তখন আমি তাঁর খেদমতে কিছু দুধ পাঠালাম। এই সময় তিনি আরাফাতে অবস্থানরত ছিলেন। তখন দুধটুকু তিনি পান করে ফেললেন। আর লোকজন তা দেখছিল (অতএব তাদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল)।

৬৭-অনুচ্ছেদঃ ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা।

১৪৫১. عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنٍ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمٌ فَطَرِكُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ .

১৮৫১. ইবনে আযহারের মুক্ত গোলাম আবু উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঈদের দিন উমর ইবনুল খাত্তাবের সংগে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এই দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেনঃ ঈদুল ফিতরের দিন, দ্বিতীয় হল যেদিন তোমরা কোরবানীর গোশত খেয়ে থাক।

১৪৫২. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

وَالنَّحْرِ وَعَنِ الصَّمَاءِ وَأَنْ يُحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ-

১৮৫২. আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদুল ফিতর ও কোরবানীর ঈদের দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও যা নিষেধ করেছেন তা হল-চাদর ইত্যাদি এমনভাবে গায়ে জড়িয়ে দেয়া-যাতে হাত বের করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় হাঁটুদ্বয় খাড়া করে বসতে, এতে তলদেশ উন্মুক্ত হয়ে যায়, আর ফজর ও আসর নামায পড়ার পর আর কোন নামায পড়তে।

৬৮-অনুচ্ছেদ : কোরবানীর দিন রোযা রাখা।

১৮৫৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمَلَامِسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

১৮৫৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, দুই ধরনের রোযা এবং দুই রকমের বেচা-কেনা নিষিদ্ধঃ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখা এবং মূল্যামাসা ও মুনাবাযা পদ্ধতিতে বেচা-কেনা। ২৬

১৮৫৪. عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَالَ أَظْنَهُ قَالَ الْاِثْنَيْنِ فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِإِقْفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ.

১৮৫৪. যিয়াদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন লোক ইবনে উমর (রাঃ) -এর নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি মান্নত করেছে যে, সে একদিন রোযা রাখবে। বর্ণনাকারী বয়ান করেন, আমার ধারণা দিনটি সোমবার ছিল। ঘটনাক্রমে তা ঈদের দিন পড়ে গেল। ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তাআলা মান্নত পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নবী (সঃ) এই দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

১৮৫৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ وَكَانَ غَزَاً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَةَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِّنَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبَنِي قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ

২৬. 'মূল্যামাসা' বলা হয় এমন কেনা-বেচাকে-ক্ষেত্র যে জিনিস কিনবে তা হাতে স্পর্শ করা মাত্র ক্রয় করতে তাকে বাধ্য করা। আর 'মুনাবাযা' হল, বিক্রোতা তার জিনিস খরিদারের ওপর ছুড়ে মারাই বেচা-কেনা বাধ্যতামূলক হয়ে যাওয়া অর্থাৎ এতে খরিদার ও বিক্রোতা-উভয়ের স্বাধীন মতামত খর্ব হয়। এমন ধরনের বেচা-কেনা সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ।

مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ نَوْمَحَرِيمٍ وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ
وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ
حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا .

১৮৫৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-এর সঙ্গে বারটি জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর কাছ থেকে চারটি কথা শুনেছি এবং আমার তা খুবই পসন্দ হয়েছে। তিনি বলেছেন, মেয়েলোক একা যেন দু'দিনের সফর না করে। তবে স্বামী কিংবা মুহরিম (যার সাথে বিয়ে হারাম এমন) ব্যক্তি যদি সাথে থাকে (তবে করতে পারবে)। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এই দুই দিন কোন রোযা নেই, ফজরের পরে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পরে সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন নামায নেই। আর তিনটি মসজিদ ভিন্ন অপর কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি যেন নেয়া না হয়ঃ কাবা শরীফ, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববী (সঃ)।

৬৯-অনুবাদঃ আইয়ামে তাশরীকের রোযা।

১৮৫৬. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي كَانَتْ عَائِشَةُ تَصُومُ أَيَّامَ
مِنَى وَكَانَ أَبُوهَا يَصُومُهَا .

১৮৫৬. হিশাম ইবনে উরওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রাঃ) মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে রোযা রাখতেন এবং উরওয়াও এই নিদণ্ডলোয় রোযা রাখতেন।

১৮৫৭. عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَا لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
أَنْ يُصَمَّنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ .

১৮৫৭. আয়েশা (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি। তবে যার নিকট কোরবানীর জানোয়ার নেই (তার জন্য অনুমতি আছে)।

১৮৫৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ
عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنَى .

১৮৫৮. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জকে উমরার সাথে মিলিয়ে তামাযু করে তার জন্য আরাফাতের দিন পর্যন্ত রোযা রাখার অনুমতি রয়েছে। আর যদি

তার কোরবানীর জানোয়ার না থাকে এবং সে রোযাও রাখেনি, তাহলে সে মিনার দিনগুলোয় রোযা রাখতে পারে। ২৭

৭০-অনুচ্ছেদঃ আশুরার দিনের রোযা।

১৮৫৭. عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ شَاءَ صَامَ.

১৮৫৯. সালেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা বলেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আশুরার দিন কেউ ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পারে।

১৮৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

১৮৬০. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (প্রথমত) আশুরার দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন রমযানের রোযা ফরয করা হল, তখন যার ইচ্ছা হতো রোযা রাখতো, আর যার ইচ্ছা হতো না সে রোযা রাখতো না।

১৮৬১. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

১৮৬১. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কুরাইশরা জাহিলিয়াতের যুগে আশুরার দিন রোযা রাখতো। জাহিলিয়াতের যুগে রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও এই দিন রোযা রাখতেন। (হিজরত করে) তিনি যখন মদীনায়ে আসেন, তখনও (প্রথমত) তিনি এ রোযা রেখেছেন এবং তা রাখার নির্দেশও দিয়েছেন। কিন্তু যখন রমযানের রোযা ফরয হল, তখন আশুরার দিন রোযা রাখা ছেড়ে দেয়া হল। যার ইচ্ছা এর রোযা রাখত এবং যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।

১৮৬২. عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجٍّ عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ آيُنَ عُلَمَاءُ كُمْ سَمِعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.

২৭. আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ কোরবানীর ঈদের দিনের পর ১১, ১২ ও ১৩ই ফিলহজ্জ এই তিন দিন রোযা রাখা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ আছে। হানাফী মাযহাবে এই তিন দিনও রোযা রাখা নিষেধ। এ দিনে রোযার মাত্রত অন্য দিনে আদায় করতে হবে।

১৮৬২. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) যে বছর হজ্জ করেছিলেন, মিশরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, এটি আশুরার দিন। আল্লাহ তোমাদের উপর এ দিন রোযা রাখা ফরয করেননি। আমি রোযা রেখেছি। তাই যার ইচ্ছা রোযা রাখতে পারে আর যার ইচ্ছা নাও রাখতে পারে।

১৮৬৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَآنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ .

১৮৬৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) (হিজরত করে) মদীনায় এসে দেখলেন, ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি ধরনের (রোযা)? তারা জবাব দিল, এটি একটি পবিত্র দিন। এ দিন আল্লাহ দুষমন থেকে বনী ইসরাঈলকে নাজাত দিয়েছেন। তাই এ দিন মুসা (আঃ) রোযা রেখেছেন। নবী (সঃ) বললেন, তোমাদের তুলনায় মুসার বেশী হকদার হলাম আমি। অতঃপর তিনিও রোযা রাখলেন এবং এ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

১৮৬৪. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ .

১৮৬৪. আবু মুসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ইহুদীরা আশুরার দিনকে 'ঈদ' হিসেবে গণ্য করত। নবী (সঃ) (সাহাবাগণকে) বললেন, তোমরাও এ দিন রোযা রাখ।

১৮৬৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ .

১৮৬৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে এ দিন অর্থাৎ আশুরার দিন এবং এ মাস অর্থাৎ মাহে রমযান ভিন্ন আর কোন দিনকে অধিক ফযীলতের মনে করে রোযা রাখতে দেখিনি।

১৮৬৬. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنَ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ .

১৮৬৬. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) বলেছেন, নবী (সঃ) আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে হকুম করেছেন, সে যেন জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দেয় যে, যে ব্যক্তি কিছু খেয়ে ফেলেছে সে যেন বাকী দিন রোযা রাখে। আর যে (এখনও) কিছু খায়নি সে যেন রোযা রেখে দেয়। কেননা আজ হল আন্তরার দিন।

৭১-অনুচ্ছেদঃ তারাবীহ নামাযের ফযীলত।

১৮৬৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৮৬৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি রমযানে (রাতে তারাবীহর নামাযে) ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় দাঁড়ায় তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

১৮৬৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلُ ثُمَّ غَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ قَالَ عُمَرُ نَعَمْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ يُرِيدُ أَخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ .

১৮৬৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রাতে ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় (নামাযে) দাঁড়ায়, তার আগেকার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

ইবনে শিহাব বলেছেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) ইস্তেকাল করলেন। আর হকুমও এ অবস্থায়ই রয়ে গেল। তারপর আবু বকর (রাঃ)-এর গোটা খিলাফতকাল এবং উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম ভাগ এ অবস্থায়ই কেটে গেল (অর্থাৎ সকলেই একা একা তারাবীহ পড়তো)।

ইবনে শিহাব (র) উরওয়া ইবনে যুরাইর (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী বলেছেন, আমি রমযানের এক রাতে ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে মসজিদের দিকে বের হলাম। দেখলাম, বিভিন্ন অবস্থায় বহু লোক। কেউ একা একা নামায পড়ছে। কোথাও এক ব্যক্তি নামায পড়ছে আর কিছু লোক তার সাথে নামায আদায় করছে। তখন উমর (রাঃ) বললেন, আমার মনে হয়, এদের সবাইকে একজন কারীর সাথে জামাআতবন্দী করে দিলে সবচাইতে ভাল হবে। অতঃপর তিনি (তা করার) মনস্থ করলেন এবং তাদেরকে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর পিছনে জামাআতবন্দী করে দিলেন। এরপর আমি দ্বিতীয় রাতে আবার তাঁর সাথে বের হলাম। দেখলাম, লোকজন তাদের ইমামের সাথে নামায পড়ছে। উমর (রাঃ) বললেন, এটি উত্তম 'বিদআত' বা সুন্দর ব্যবস্থা। রাতের যে অংশে লোকেরা ঘুমায় তা যে অংশে তারা ইবাদত করে তার চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ রাতের প্রথম ভাগের চাইতে শেষ ভাগের নামায অধিক উত্তম-এটাই তিনি বুঝতে চেয়েছেন।

১৮৬৭. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ وَإِنْ عَائِشَةُ أَخْبَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى رِجَالُ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلُّوا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لَصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَى مَكَانِكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَتُوقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

১৮৬৯. নবী-পত্নী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়েছেন এবং তা রমযানে হয়েছিল। অন্য এক সনদে আছে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) একদা রমযানের রাতের মধ্যভাগে বের হলেন, অতঃপর মসজিদে নামায পড়লেন এবং লোকজনও তাঁর পিছনে নামায পড়লো। পরে ভোর হলে মানুষ এর চর্চা করল। দ্বিতীয় দিন এর চাইতে অধিক মানুষ জামাআতে शामिल হল। তারা রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর সাথে নামায পড়ল। অতঃপর ভোর হলে মানুষ পরস্পর আলোচনা করল। অতঃপর মানুষ মসজিদে তৃতীয় রাতেও অধিক হল। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বের হলেন, (মসজিদে গিয়ে) নামায পড়লেন, মানুষও তাঁর সাথে নামায আদায় করল। তারপর যখন চতুর্থ রাত হল, মসজিদ এত মানুষ ধারণে অক্ষম হয়ে গেল। তিনি ফজরের নামায পড়তে বের হলেন। তিনি নামায শেষ করলে লোকেরা তাঁর প্রতি মুখ করে দাঁড়ালেন,

তিনি তাশাহুদ বা খুতবা পড়লেন, তারপর বললেন, অতঃপর তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে আমার কাছে কিছুই গোপন নেই। তবে আমি ভয় করছি, তোমাদের উপর (এ তারাবীহ) ফরয হয়ে যায় নাকি। আর তোমরা তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) ইস্তেকাল করলেন আর অবস্থা এমনটি রয়ে গেল।

১৮৭. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَوةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى أَحَدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُؤْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.

১৮৭০. আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মাহে রমযানে (রাতে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায কেমন ছিল। তিনি জবাব দিলেন, রমযানে এবং রমযান ব্যতীত অন্য সময় এগার রাকআতের বেশী তিনি পড়তেন না। (প্রথমত) তিনি চার রাকআত পড়েন। এ চার রাকআতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে তুমি কোন প্রশ্ন করো না। তারপর আরও চার রাকআত পড়েন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে (আর কি বর্ণনা দিব, কাছেই কোন) জিজ্ঞাসাই করো না। এরপর পড়েন আর তিন রাকআত। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি কি বেতের নামায পড়ার আগেই শুয়ে যান? তিনি বললেন, হে আয়েশা। আমার চোখ দু'টি ঘুমিয়ে যায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না। ২৮

৭২-অনুচ্ছেদ: লাইলাতুল কদরের ফযীলত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণীঃ

২৮. তারাবীহ নামায কত রাকআত, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ প্রমুখ ইমামদের মতে তারাবীহ নামায ২০ রাকআত। ইমাম মালেকের মতে ২০ এবং ৩৬ রাকআত। অধিকাংশ ওলামা ২০ রাকআতের মতকেই অঙ্গণ্য বলেছেন এবং এতে ইজমা হয়েছে। তাঁদের দলীলঃ হযরত ওমরের (রাঃ) ক্বলাকতকালে ২০ রাকআত নামায পড়ার নিয়ম চালু হয় (মুওয়াযা) আরো দালায়েল দ্বারা তাঁরা ২০ রাকআত প্রমাণ করেছেন।

কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন, তারাবীহ ৮ রাকআত। তাঁদের দলীল আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। ২০ রাকআতের মত পোষণকারীরা এ হাদীসের অর্থ বলেন যে, আয়েশার বর্ণনা তারাবীহ সম্পর্কে ছিলো না, বরং তাহাজ্জুদ সম্পর্কে। কেননা রমযান ও গায়রে রমযানে বেতেরসহ তাহাজ্জুদের রাকআত একই ছিল। তাহাড়া রমযানে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে আয়েশা বলেন, রমযান আসলেই আল্লাহর দরবারে দোআ ও কান্নাকাটিতে নবীজীর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যেত এবং তাঁর নামাযের পরিমাণ অনেক বেড়ে যেত (বায়হাকী) ২০ রাকআত নামাযের প্রমাণে ৭টি হাদীস বিদ্যমান। এসম্পর্কে মাওলানা মওদুদীর রাসায়েল-মাসায়েল গ্রন্থের একটি আলোচনা এখানে যোগ করা হলো।

তারাবীহ নামাযের রাকআত সংখ্যা

প্রশ্নঃ তারাবীহ নামাযের রাকআত সংখ্যা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের আপনার প্রদত্ত জবাব ৭-৩-১৯৮৪ ইং তারিখে সাপ্তাহিক এশিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। জবাব পড়ে বুকলাম, বিষয়টির আপনি বিচ্ছিন্ননোটিত বিশ্লেষণ করেননি, বরং প্রচলিত ধারণায় ভিত্তিতে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। এতে বিষয়টি আরো জটিল হয়ে গেছে। একদিকে আপনি বলছেন, নবী করীম (সাঃ)-এর তারাবীহ ছিলো আট রাকআত। অপর দিকে বলেন, উমর (রাঃ) বিশ রাকআতের প্রচলন করেন এবং সকল সাহাবী এর উপর একমত হন। পরবর্তী খলীফাগণও এই নিয়মেরই অনুসরণ করেন।' এখন প্রশ্ন জাগে, সূরাতে রসূল যখন আট রাকআত তখন হযরত উমর (রাঃ) বিশ রাকআত কোথেকে গ্রহণ করলেন? কেমন করে তা জারী করলেন? সকল সাহাবী এবং খলীফাগণ সূরাতে রসূলকে উপেক্ষা করে কিভাবে বিশ রাকআতের উপর ঐক্যমত (ইজমা) প্রতিষ্ঠা করেন? সাহাবীগণ এরূপ দুঃসাহস করবেন, তা কি সম্ভব?

আপনার বক্তব্য অনুযায়ী রসূল (সাঃ) যেহেতু আট রাকআত পড়েছেন সেহেতু হযরত উমর (রাঃ) বিশ রাকআতের প্রচলন করেছেন না বলে আট রাকআত জারী করেছেন বললে অধিকতর কিয়াসনয়ত হয় না কি? কেননা প্রথমতঃ সূরাতে তো আট রাকআত। দ্বিতীয়তঃ সূরাতে দাবী তো হচ্ছে হযরত উমর (রাঃ) আট রাকআতেরই প্রচলন করবেন। তৃতীয়তঃ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত উমর (রাঃ) আট রাকআতই পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, ইমাম মালিক তীর মুআত্তায় সারিব ইবনে ইয়াযীদে নিম্নরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেনঃ

উমর (রাঃ) রমযান মাসের নামাযের ব্যাপারে উবাই ইবনে কাব এবং তামীম আদ-দারীকে এগার রাকআত পড়ানোর নির্দেশ দেন। (কিতাবুস সালাত, আর-তারগীব ফিস-সালাতি ফী রামাদান)।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আল-বাজী বলেছেনঃ "হযরত উমর (রাঃ) সম্ভবত রাসূলের তারাবীহ থেকেই আট রাকআত গ্রহণ করেছেন" (তানবীরাহ হাওয়ালেক)।

ইমাম মালিক বলেছেনঃ হযরত উমর (রাঃ) লোকদেরকে যত রাকআতের জন্যে একত্র করেছিলেন, সেটাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তা হচ্ছে এগার রাকআত। বক্তৃতঃ রাসূলে খোদা (সঃ) এগার রাকআতই পড়েছিলেন।

ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করা হলঃ "এগার রাকআত কি বিতরুসহ?" জবাবে তিনি বলেনঃ হী। আর তের রাকআতও রাসূলের (সঃ) নামাযের কাছাকাছি। আমার বুকে আসে না লোকেরা এতো রাকআত তারাবীহ কোথেকে আধিকার করলো।" (সুহুতী, আল-মাসাবীহ ফী সালাতিত তারাবীহ)।

আপনার বক্তব্য পড়ার পর আমার বুকে আসছে না যে, সূরাতে রাসূল আট রাকআত হওয়া সত্ত্বেও হযরত উমর (রাঃ) কেন বিশ রাকআতের প্রচলন করলেন? তীর নিকট কি সূরাতে রাসূলের কোনো বাস্তবতা ছিল না? নাকি সূরাতে অনুসরণে কমতির আশংকা ছিলো তীর? নাকি বিশ রাকআত পড়াটা উম্মাতের জন্যে আট রাকআতের মতোই সহজ ছিলো? কিংবা বিশ রাকআতে আট রাকআতের চাইতে অধিক খোদাতীতি জাহাজ হতে পারতো? শেষ পর্যন্ত কোন যুক্তিতে হযরত উমর (রাঃ) একটি সহজতর সূরাতে রাসূলের স্থলে একটি কঠিন কাজ করার হুকুম উম্মাতকে প্রদান করলেন?

উপরোক্ত উক্তি সন্দেহ ও মতন উভয় দিক থেকে সহীহ, সূরাতে রাসূল অনুসরণের দর্শন এই সঠিক হাদীসগুলোর পরিবর্তে আপনি গ্রহণ করেছেন জযীফ হাদীস, যেগুলো রিওয়াযাত এবং দিরাযাত কোনো দিক থেকেই সহীহ নয়। তবে কেন? আপনার নিকট হাদীস গ্রহণ -বর্জনের এবং অধিকার দানের মানদণ্ড কি যথারূপে আপনি হাদীস যাচাই-বাছাই করেন? মেহেরবানী করে বিস্তারিত ও স্পষ্ট আলোচনা করবেন, যাতে আমরাও একটি ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হই।

উত্তরঃ

তারাবীহর রাকআত সংখ্যার ব্যাপারটি সেসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো নিয়ে দীর্ঘ দিনের মতবিরোধ ও তর্ক-বাহাস উভয় পক্ষকে বেপরোয়া বানিয়ে দিয়েছে। তাই আট বা বিশ শব্দটি কারো মুখ দিয়ে বেরুতেই অপর পক্ষ তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্যত হয়ে যায়। অথচ বিষয়টি এরকমই নয় যে, তা নিয়ে ঝগড়া বা তর্ক-বাহাছের প্রয়োজন আছে। কেউ যদি আট রাকআতের প্রমাণ পেয়ে থাকেন তবে আট রাকআত পড়বেন

এবং অথবা বিশ রাকআতকে বিদআত ঘোষণা করতে গিয়ে নিজের শক্তি সামর্থ্য অপব্যয় করার কোনে প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে কেউ যদি বিশ রাকআতেরই প্রমাণ পেয়ে থাকেন, তবে তিনি বিশ রাকআত পড়বেন। আট রাকআতের অনুবর্তনকারীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। পৃথিবীতে ইসলাম এবং মুসলমানদের সমুখে এর চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে, যা তাদের মনোযোগ, শ্রম, সময় ও সম্পদের দাবী করছে। সেগুলো ত্যাগ করে এসব আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য খুইয়ে দেয়া খোদার দীনের সঙ্গে ইনসাফ হতে পারে না।

সমানিত প্রস্তুত প্রমাণ করতে চাইছেন যে, তারাবীহর নামায আট রাকআতের অধিক পড়া সূরাতের খেলাফ। নবী করীম (সা) তারাবীহ আট রাকআত পড়েছেন, এটাই তার দাবীর ভিত্তি। অথচ এর ভিত্তিতে যদি তারাবীহ আট রাকআতের অধিক পড়াকে সূরাতের খেলাফ বলা বৈধ হয়, তবে একজন লোককে গোটা জীবনে তারাবীহর নামায শুধুমাত্র তিনবার জামাআতে পড়তে হবে এবং এর চাইতে অধিক পড়াকে সূরাতের খেলাফ ঘোষণা করতে হবে। কেননা নবী করীম (সা) গোটা জীবনে তারাবীহর নামায শুধুমাত্র তিনবার জামাআতে পড়েছেন বলেই প্রমাণিত। প্রব হুসে, হযরত উমার (রা) যে সকল মুসলমানদের জন্যে গোটা রমযান মাসে নিয়মিত মসজিদে জামাআতের সাথে তারাবীহর নামায পড়ার বন্দোবস্ত করে গেছেন আপনি তাঁর এই ইজতিহাদকে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে সূরাতের খেলাফ বলে আখ্যায়িত করেন না। তাহলে তাঁর তারাবীহর নামায বিশ রাকআত নির্ধারণ করাটা কোন্ দলীলের ভিত্তিতে সূরাতের খেলাফ হয়ে গেলো?

হযরত উমার (রাঃ) থেকে যে বিশ রাকআত প্রমাণিত-বিজ্ঞ প্রস্তুত প্রমাণেই সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করে দিতে চাইছেন। মূলতঃ এটা উন্মাসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। হযরত উমার (রা) যে তারাবীহ বিশ রাকআত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তা প্রায় অকাটাভাবে প্রমাণিত। সাহাবীগণ তা কবুল করে নিয়েছিলেন। তাঁর পরের খলীফা ও সাহাবীগণ তদনুযায়ী আমল করেন। ইমাম তিরমিযী (রাঃ) বলেনঃ

“অধিকাংশে আদলে ইলুম” সেই নিয়মই মেনে চলেন যা হযরত উমার (রা), হযরত আলী (রা) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত, অর্থাৎ বিশ রাকআত” (আবুওমারুস সাওম, বাব মা জাআ ফী কিরামে শাহরে রামাদান)।

মুহাম্মাদ ইবনে নাসরুল মারওয়ামী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এই একই কথার উল্লেখ করেন। ইবনে আব্বি শাইবা বিশ রাকআতকে হযরত উমার, হযরত আলী, হযরত উবাই ইবনে কাব এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের আমল বলে উল্লেখ করেন। ইবনে আব্দুল বার বলেন, প্রসিদ্ধ আলেমগণ বিশ রাকআতেরই প্রবক্তা ছিলেন। তাছাড়া বিশ রাকআতের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কোনো মতবিরোধ ছিল না। ইবনে কুদামাহ তাঁর আল-মুগনী গ্রন্থে লিখেছেনঃ

“ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে তারাবীহ বিশ রাকআতই উত্তম। ইমাম সুফিয়ান সাওরী, আবু হানীফা ও শাফি'য়ীর বক্তব্যও তাই। কিন্তু ইমাম মালিক ছত্রিশ রাকআতের প্রবক্তা। তাঁর মতে, ইসলামের প্রাচীন যুগ থেকে ছত্রিশ রাকআতই চলে আসছে। এর প্রতিকূলে আমাদের দলীল হচ্ছে, হযরত উমার যখন সকল বিচ্ছিন্ন তারাবীহ পড়ুয়াদের উবাই ইবনে কাবের ইমামতিতে একত্র করলেন, তখন তিনি বিশ রাকআত তারাবীহ পড়াতেন। আর একথাও প্রমাণিত যে, হযরত আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে রমযানে বিশ রাকআত তারাবীহ পড়ানোর জন্যে নিয়োগ করেন। তাঁদের এ আমল প্রায় ‘ইজমার’ সমার্থক। যদি একথা প্রমাণও হয় যে, পরবর্তীতে মদীনাবাসীরা ছত্রিশ রাকআত তারাবীহ পড়েছেন, তবুও হযরত উমার (রা) যা কিছু করেছিলেন এবং বার উপর সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের যুগে একমত হয়েছিলেন- তার অনুসরণ করাই উত্তম” (আল-মুগনী, প্রথম খণ্ড)।

এসব দলীল-প্রমাণের প্রতিকূলে সমানিত প্রস্তুতকার সমস্ত আস্থা কেবল সেই বর্ণনাটির উপরই নিবদ্ধ যা ইমাম মালিক (রা) তাঁর মুশান্তার সারিব ইবনে ইয়াযীদদের সূত্রে সংকলন করেছেন। তাতে তিনি বলেনঃ “হযরত উমার (রা) বিতরসহ তারাবীহ এগার রাকআত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।” কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনটি কথা বিবেচ্য। প্রথমত, এই মুজাহিদা গ্রন্থেই ইমাম মালিক ইয়াযীদ ইবনে রমযানের এই বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেনঃ

“হযরত উমার বিতরসহ তারাবীহ তেইশ রাকআত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন” (কিতাবুস-সালাত, আত-তারাবীহ ফিস-সালাতি ফী রামাদান)। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমানিত প্রস্তুতকার এ বর্ণনাটি উপেক্ষা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, সেই সারিব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বীর সূত্রে ইমাম মালিক এগার রাকআতের বর্ণনা সংকলন

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

“নিশ্চয়ই আমি এই (কুরআন) নায়িল করেছি লাইলাতুল কদরে। তুমি জান শবে কদর কি? কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। সেই রাতে কেরেশতাগণ এবং রূহ [জিবরাঈল] তাদের রবের অনুমতিক্রমে সব রকমের কল্যাণ নিয়ে (দুনিয়ায়) অভিবরণ করে থাকেন। সেই রাতটি ফজর পর্যন্ত কেবল শান্তিই শান্তি।”

۱۸۷۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৮৭১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখল, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় কদরের রাতে (ইবাদতে) দাঁড়াল, তার আগেকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

৭৩—অনুচ্ছেদঃ লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ সাত দিনে।

করেছেন, তাঁরই সূত্রে অত্যন্ত সহীহ সনদসহ ইমাম বায়হাকী ভেইশ রাকআতের পক্ষে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এ থেকে মনে হয়, ইয়রত উমার (রা) প্রথম দিকে ইয়রত এগার রাকআত নির্ধারণ করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তীতে তা ভেইশ রাকআতে পরিবর্তন করেন।

তৃতীয়ত, বরং ইমাম মালিক এ দু'টি বর্ণনার একটিও গ্রহণ করেননি, বরং তিনি হুত্বিশ রাকআতের পক্ষে ফায়সালা দেন। তিনি বলেন, এক শতাব্দী কালেরও অধিক সময় থেকে মদীনার তিন রাকআত বিত্তর এবং হুত্বিশ রাকআত তারাবীহ পড়ার প্রথা চলে আসছে। সুত্বতী তাঁর আল- মাসাবীহ গ্রন্থে বা-ই লিখে থাকুন না কেন, মালিকী ফকীহগণ কিছু তাঁদের ইমামের উপরোক্ত বক্তব্যকেই সঠিক মনে করেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি গভীর মনোনিবেশ করলে বুঝা যায়, বসিও নবী কস্বীয় (সা) আট রাকআত পড়েছিলেন, কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম এবং তাব্বীগণ প্রায় সমষ্টিগতভাবে তাঁর এ কাজের অর্থ এটা মনে করেননি যে, আট রাকআত পড়াই সূরাত এবং তার চাইতে অধিক পড়া সূরাতের খেলাফ কিংবা বিদআত। আচরণের বিষয়, সাহাবায়ে কিরাম, তাব্বীগণ ও মুজতাহিদ ইমামগণ স্পর্শকর্ষ কী করে এ ধারণা করা হলো যে, তাঁরা সূরাত-বিদআতের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা থেকে এতোটা মাক্রুম ছিলেন, কিংবা তাঁরা সূরাত ত্যাগ করে বিদআত গ্রহণ করেছেন।

সর্বোপরি কথা হচ্ছে, কেউ যদি নবী (সা)-এর আট রাকআত পড়ার অর্থ এটা মনে করেন যে, সূরাত হিসাবে আট রাকআতের প্রচলন করাই তাঁর ইচ্ছা ছিলো, তবে তিনি ভালবাসার সাথে তার উপরই আমল করুন এবং তার মতের সমর্থকগণও এরই উপর আমল করুন। কিছু বিশ রাকআতকে সূরাতের খেলাফ বোঝা এতটা সহজ নয়, যতটা প্রলম্বতা ধারণা করেছেন। কেননা বিশ রাকআতের পক্ষে প্রচুর দলীল- প্রমাণ মওজুদ রয়েছে — (রাসায়েল মাসায়েল, ৩য় খণ্ড, ২৮২-৬)।

১৪৭২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْآخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَىٰ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَّاتُ فِي السَّبْعِ الْآخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْآخِرِ.

১৮৭২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) -এর কয়েকজন সাহাবীকে স্বপ্নে (রমযানের) শেষ সাত রাতে লাইলাতুল কদর দেখান হয়েছিল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের স্বপ্ন শেষ সাত রাতে সামঞ্জস্যশীল হয়ে গেছে। তাই যে ব্যক্তি তা খোঁজ করতে চায় -সে যেন শেষ সাত রাতেই তা খোঁজ করে।

১৪৭৩. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عَشْرَيْنِ فَخَطَبَنَا وَقَالَ إِنِّي أُرَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيَتْهَا أَوْ نُسِيَتْهَا فَالْتَمَسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ فِي الْوُثْرِ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَتَىٰ أَسْجُدَ فِي مَاءٍ وَطَيْنٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّىٰ سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّىٰ رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ

১৮৭৩. আবু সালামা (রাঃ) বলেছেন, আমি আবু সাঈদকে -যিনি আমার বন্ধু ছিলেন- এক প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাব দিলেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সঙ্গে রমযানের মধ্যের দশ দিনে ই'তেকাফে বসলাম। অতঃপর বিশ তারিখের ভোরে নবী (সঃ) বেরিয়ে আসলেন, আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাকে শবে কদর দেখান হয়েছে। তারপর আমি তা ভুলে গিয়েছি। কিংবা তিনি বলেছেন, আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব তোমরা (রমযানের) শেষ দশ দিনের বেজোড় তারিখে (অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯) লাইলাতুল কদর তালাশ কর। কেননা আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমি স্বয়ং পানি ও কাদায় সিজদা করছি। তাই যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ইতেকাফে বসেছে সে যেন ফিরে আসে। সুতরাং আমরা ফিরে এলাম। আমরা আকাশে এক টুকরা মেঘও দেখলাম না। ইঠাৎ এক খন্ড মেঘ দেখা দিল এবং বর্ষণ শুরু হল। এমনকি মসজিদের ছাদ ভেসে গেল। এ ছাদ খেজুর পাতায় নির্মিত ছিল। অতঃপর নামায পড়া হল। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পানি ও কাদায় সিজদা করতে দেখলাম। এমনকি আমি তাঁর কপালে কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

৭৪-অনুচ্ছেদঃ রমযানের শেষ দশ দিনে বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর খোজ করা।

১৮৭৪. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

১৮৭৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে তালাশ কর।

১৮৭৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الْأَتَى فِي وَسْطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمَسِّي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي وَيَسْتَقْبِلُ أَحَدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ وَإِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ جَاوِرٍ فِيهِ اللَّيْلَةُ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ أَجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ أَجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْآخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَثْبُتْ (فَلْيَلْبِثْ) فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيَتْهَا فَأَبْتَغُواهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ وَأَبْتَغُوهَا فِي كُلِّ وَتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتَنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ فَوَكَّفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أَحَدَى وَعِشْرِينَ فَبَصُرْتُ عَيْنِي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ أَنْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئٌ طِينًا وَمَاءً .

১৮৭৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মাহে রমযানের মধ্যর দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন। যখন বিশ তারিখ অতীত হত এবং ২১ তারিখ এসে যেত তখন তিনি স্বগৃহে ফিরে আসতেন। আর যারা তাঁর সাথে ইতেকাফে বসতো তারাও ফিরে যেতো। একবার রমযানে তিনি সেই রাতে ই'তেকাফে ছিলেন যে রাতে সাধারণতঃ তিনি ফিরে চলে যেতেন। তারপর তিনি মানুষের সামনে ভাষণ দান করলেন এবং আত্মাহ যা চেয়েছেন সে মতে তিনি নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন, আমি এ দশদিনে ই'তেকাফ করতাম। কিন্তু এখন আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এই শেষ দশ দিনে ই'তেকাফ করা উচিত। অতএব যারা আমার সাথে ইতেকাফে বসেছে, তারা যেন নিজেদের ই'তেকাফের স্থানে অবস্থান করে। আমাকে স্বপ্নে শবে কদর দেখানো হয়েছে। এরপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা (রমযানের) শেষ দশ দিনেই তা তালাশ কর। আর তার খোঁজ কর প্রত্যেক বেজোড় রাতে। আমি স্বপ্নে দেখছি, আমি পানি ও কাদায় সিজদা দিচ্ছি। সে রাতেই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সব ভেসে গিয়েছে

এবং নবী (সঃ) -এর নামাযের স্থানটিতে পানি গড়িয়ে পড়েছে। এটি ছিল একুশ তারিখের রাত। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, নবী (সঃ) ফজরের নামায শেষ করেছেন আর তাঁর চেহারা কাদা ও পানিতে পূর্ণ ছিল।

১৮৭৬. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ التَّمَسُّوْا.

১৮৭৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা (শবে কদর) তালাশ কর।

১৮৭৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

১৮৭৭. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন এবং বলতেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনে তালাশ কর।

১৮৭৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ التَّمَسُّوْاَهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ فِي رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى.

১৮৭৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ দশ দিনে খোঁজ কর। লাইলাতুল কদর এসব রাতে আছে—যখন (রমযানের) ৯, ৭ কিংবা ৫ রাত বাকী থেকে যায় (অর্থাৎ ২১, ২৩ ও ২৫ তারিখে)।

১৮৭৯. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ التَّمَسُّوْا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرَيْنَ.

১৮৭৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তোমরা ২৪তম রাতে তালাশ কর।

১৮৮০. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ هِيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ.

১৮৮০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তা (শবে কদর) শেষ দশ দিনে আছে। যখন নয় রাত অতীত হয়ে যায় কিংবা সাত রাত বাকী থাকে (অর্থাৎ ২৯ কিংবা ২৭ তারিখে)।

৭৫—অনুচ্ছেদঃ মানুষের ঋগড়া-বিবাদের কারণে লাইলাতুল কদরের নির্দিষ্ট তারিখ বিস্মৃত হওয়া।

১৮৮১. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ

فَتَلَا حِي رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَا حِي
فُلَانٌ وَقُلَانٌ فَرَفِغَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَّكُمْ فَالْتَمِسُوهُمَا فِي التَّاسِعَةِ
وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ .

১৮৮১. উবাদা ইবনে সামের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) আমাদেরকে লাইলাতুল কদর সন্ধ্যা অবহিত করার জন্য বেরিয়ে আসলেন। এমন সময় দু'জন মুসলমান বিবাদে লিপ্ত ছিল। তখন তিনি বললেন, আমি বের হয়েছিলাম তোমাদেরকে লাইলাতুল কদর (এর সঠিক তারিখ সন্ধ্যা) খবর দেয়ার জন্য, কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি ঝগড়ায় লিপ্ত হল। তাই (এর এলোম আমার থেকে উঠিয়ে নেয়া হল)। সম্ভবতঃ এর মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত ছিল। অতএব তোমরা লাইলাতুল কদর (শেষ দশ দিনের) নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তালাশ কর।

৭৬-অনুচ্ছেদঃ রমযানের শেষ দশ দিনের আমলের বর্ণনা।

১৮৮২. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدُّ مِيزَرِهِ
وَآحَى لَيْلُهُ وَآيَقَظَ أَهْلُهُ .

১৮৮২. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন (রমযানের শেষ) দশ দিন এসে যেত, তখন নবী (সঃ) পরনের কাপড় মজবুত করে বাঁধতেন (অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুতি নিতেন), রাত জাগতেন এবং পরিবারের লোকজনকেও জাগাতেন।

৭৭-অনুচ্ছেদঃ রমযানের শেষ দশ দিনে সকল মসজিদে ই'তেকাফে বসা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا
كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ .

‘তোমরা যখন মসজিদগুলোয় ই'তেকাফের অবস্থায় থাকবে তখন আপন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না। এগুলো হল আল্লাহর অলংঘনীয় বিধান। তাই এসবের নিকটেও যেও না। এভাবেই আল্লাহ মানুষের কল্যাণে তাঁর নির্দেশাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন যাতে তারা মুস্তাকী হতে পারে।’

১৮৮৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ
الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ .

১৮৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তেকাফ বসতেন।

১৮৮৪. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .

১৮৮৪. নবী-পত্নী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর পত্নীগণও (শেষ দশকে) ই'তেকাফ করতেন।

১৮৮৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْآوَسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مَنْ اعْتَكَفَ مِنْهَا قَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَعْتَكَفِ الْعَشْرَ الْآخِرَ وَقَدْ أَرَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أَنْسَيْتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وَتْرٍ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ .

১৮৮৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের মধ্যের দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন। অতঃপর এক বছর তিনি (সেই নিয়মে) ইতেকাফে বসলেন। যখন একুশ তারিখের রাত আসল যে রাতের ভোর বেলায় সাধারণত তিনি ইতেকাফ থেকে বেরিয়ে আসতেন, তিনি বললেন, যে আমার সাথে ইতেকাফ করেছে সে যেন শেষ দশ দিনে ইতেকাফ করে। কেননা এই (কদরের) রাত আমাকে দেখান হয়েছে। তারপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি ঐ রাতের ভোরে পানি ও কাদায় সিজদা দিছি। অতএব তোমরা শেষ দশটি তারিখে তা তালাশ কর এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তা খোঁজ কর। তারপর সেই রাতেই আকাশ থেকে প্রবল বর্ষণ হল। মসজিদের ছাদে খেজুর পাতার ছাউনি ছিল। এজন্য মসজিদে পানির ফোটা পড়তে লাগল। আমার দু'টি চোখ একুশ তারিখের ভোরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখতে পেল যে, তাঁর কপালে পানি ও কাদার চিহ্ন ছিল।

৭৮-অনুবাদঃ ঋতুবতীর ইতেকাফরত পুরুষের মাথায় চিহ্ননি করা।

১৮৮৬. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْغِي إِلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُجَابِدٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجَلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

১৮৮৬. নবী-পত্নী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মসজিদে ইতেকাফরত অবস্থায় নিজের মাথা আমার দিকে ঝুকিয়ে দিতেন। আমি হায়েয অবস্থায় তাঁর মাথা আচড়িয়ে দিতাম।

৭৯-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফরত ব্যক্তি বিনা দরকারে যেন ঘরে না যায়।

১৮৮৭. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَدْخُلَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجِلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

১৮৮৭. নবী-পত্নী আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুকিয়ে দিতেন। অথচ তিনি মসজিদে (ইতেকাফরত) ছিলেন। আমি তা আচড়িয়ে দিতাম। তিনি ইতেকাফে থাকা অবস্থায় জরুরী দরকার ভিন্ন ঘরে যেতেন না।

৮০-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফ অবস্থায় গোসল করা।

১৮৮৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ

১৮৮৮. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) আমার হায়েয অবস্থায়ও একই বিছানায় আমার সাথে রাত যাপন করেছেন। তিনি ইতেকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে মাথা বের করে দিতেন এবং আমি হায়েযগত অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

৮১-অনুচ্ছেদঃ রাতে ইতেকাফ করা।

১৮৮৯. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ.

১৮৮৯. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমর (রাঃ) নবী (সঃ)-কে বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে মান্নত করেছিলাম-মসজিদে হারামে এক রাত ইতেকাফ করব। নবী (সঃ) বলেন, তা হলে তোমার মান্নত পূরণ কর। ২৯

৮২-অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের ইতেকাফ করা।

১৮৯০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ

২৯. এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে জাহিলী যুগেও আরবদের মধ্যে ইবরাহীম (আঃ) -এর ধর্মের কিছু কিছু ঐতিহ্য অটুট ছিল।

حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذْنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ
بِثْتُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً الْخَرَّ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى الْأَخْيَةَ فَقَالَ
مَا هَذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبِرُّ تُرَوَّنَ (تُرِدْنَ) بِهِنَّ فَتَرَكَ
الْإِعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

১৮৯০. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন। আমি তাঁর জন্য তাঁবু খাটিয়ে দিতাম। তিনি ফজরের নামায আদায় করে তাতে প্রবেশ করতেন। একবার হাফসা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট অনুরূপ তাঁবু খাটানোর অনুমতি চাইলেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁকে অনুমতি দিলেন। হাফসা (রাঃ) একটি তাঁবু খাটালেন। যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ) তা দেখে আরেকটি তাঁবু খাটালেন। ভোর বেলায় নবী (সঃ) তাঁবুগুলো দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি? তখন তাঁকে (সব) অবগত করান হল। (তা শুনে) নবী (সঃ) বললেন, তারা কি এ সব দ্বারা নেকী হাসিল করতে চায়? অতঃপর তিনি সে মাসের ইতেকাফ বর্জন করলেন এবং শাওয়াল মাসে পুনরায় দশ দিন ইতেকাফ করলেন।

৮৩- অনুচ্ছেদঃ মসজিদে তাঁবু খাটানো।

১৮৯১. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يُعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُعْتَكِفَ إِذَا أَخْبِيَةَ خِبَاءً عَائِشَةَ وَخِبَاءَ حَفْصَةَ وَخِبَاءَ زَيْنَبَ فَقَالَ الْبِرُّ تَقُولُنَّ بِهِنَّ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَلَمْ يُعْتَكِفْ حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

১৮৯১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) (একবার) ইতেকাফ করার ইচ্ছা করলেন, তিনি যে স্থানে ইতেকাফ করার ইচ্ছা করলেন সেখানে গিয়ে দেখলেন, কয়েকটি তাঁবু পড়েছে। একটি তাঁবু আয়েশার, একটি হাফসার, আর একটি যয়নাব (রাঃ)-এর। তিনি বললেন, তোমরা কি এগুলোর মধ্যে কল্যাণ আছে মনে কর? অতঃপর তিনি ইতেকাফ না করেই ফিরে গেলেন এবং পরে শাওয়ালের দশ দিন ইতেকাফ করলেন।

৮৪-অনুচ্ছেদঃ প্রয়োজনে ইতেকাফ অবস্থায় মসজিদের দরজায় আসা যায়।

১৮৯২. عَنْ صَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا

يَلَفَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِسَالِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُثَيْرٍ فَقَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِّ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُقْذَفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا.

১৮৯২. নবী-পত্নী সাফিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি (একবার) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সংগে দেখা করার জন্য মসজিদে গেলেন। নবী (সঃ) তখন রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তেকাফে ছিলেন। সাফিয়া (রাঃ) তাঁর নিকট (বসে) সামান্য সময় কথাবার্তা বললেন। এরপর (ঘরে) ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নবী (সঃ)-ও সংগে সংগে উঠলেন এবং তাঁকে এগিয়ে দেবার জন্য উমে সালামা (রাঃ)-এর দরজার নিকটস্থ মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌছলেন। তখন দু'জন আনসারী সাহাবী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সালাম করলেন। নবী (সঃ) তাদের বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। এই মহিলা হল হুয়াইর কন্যা সাফিয়া। তাঁরা বললেন, সুবহানাল্লাহ, ইয়া রসূলুল্লাহ! নবী (সঃ) বললেন, শয়তান মানুষের শিরায় পৌছতে সক্ষম। তাই আমার আশংকা হল, সে তোমাদের মনে কোন কুখারণার সৃষ্টি করে দেয় না কি।

৮৫-অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)-এর বিশ তারিখে ইতেকাফ সমাপ্ত করা।

১৮৯৩. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ نَعَمْ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عَشْرِينَ قَالَ فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَبِيحَةَ عَشْرِينَ فَقَالَ إِنِّي أُرَيْتُ (رَأَيْتُ) لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي تُسَيِّئُهَا (نَسِيْتُهَا) فَالْتَمَسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فِي الْوُثْرِ فَإِنِّي رَأَيْتُ إِنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطَيْنٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَرْعَةً قَالَ فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الطَّيْنِ وَالْمَاءِ حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيْنَ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ.

১৮৯৩. আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে শবে কদর সন্ধ্যাে কিছু

উল্লেখ করতে শুনেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হী, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে রমযানের দ্বিতীয় দশকে ইতেকাফে বসেছিলাম। আমরা বিশ তারিখের ভোরে বেরিয়ে আসলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বিশ তারিখের ভোরেই আমাদের সামনে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন, আমাকে কদরের রাত দেখান হয়েছিল এবং আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তোমরা তা শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে তালাশ কর। কেননা আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি পানি ও কাদায় সিজদা করছি। অতএব যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে ইতেকাফরত ছিল তার ফিরে আসা উচিত। সুতরাং লোকজন মসজিদে ফিরে গেল। আমরা আসমানে এক খন্ড মেঘও দেখলাম না। কিন্তু (হঠাৎ) মেঘ আসল, বৃষ্টি হল এবং নামায পড়া হল। রসূলুল্লাহ (সঃ) কাদা ও পানিতে সিজদা করলেন। এমনকি আমি তাঁর কপাল ও নাকে কাদা দেখতে পেয়েছি।

৮৬-অনুচ্ছেদঃ রক্তপ্রদর অবস্থায় নারীর ইতেকাফ।

১৮৯৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ اَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةً فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ قَرِيبًا وَضَعْنَا الطُّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تَصَلِّي.

১৮৯৪. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তাঁর কোন এক স্ত্রী ইস্তেহাযা অবস্থায় ইতেকাফ করেছিলেন। সেই স্ত্রী (স্রাবের রক্তের রঙ) লাল ও হলুদ দেখতেন। প্রায়ই আমরা তাঁর নীচে একখানা তন্তুরী রেখে দিতাম (রক্ত যেন তাতেই পড়ে)। আর এই অবস্থায় তিনি নামায পড়তেন।

৮৭-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফের সময় স্বামীর সাথে স্ত্রীর দেখা করা।

১৮৯৫. عَنْ صَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ اَزْوَاجُهُ فَرُحْنُ فَقَالَ لَصَفِيَّةَ بِنْتُ حُيَيٍّ لَا تَعْجَلِي حَتَّى اَنْصَرِفَ مَعَكَ وَكَانَ بَيْتُهَا فِي دَارِ اُسَامَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا فَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَنَظَرَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ اَجَازَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ تَعَالِيَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِّ وَاِنِّي خَشِيتُ اَنْ يُلْقَى فِي اَنْفُسِكُمَا شَيْئًا .

১৮৯৫. নবী-পত্নী সাফিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) মসজিদে ছিলেন। তাঁর নিকটে তাঁর বিবিগণও ছিলেন। তাঁরা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন নবী (সঃ) হযাই তনয়।

ন্যাফিয়াকে বললেন, তুমি তাড়াতাড়ি করো না (অপেক্ষা কর), আমিও তোমার সাথে যাব। সাফিয়ার কক্ষটি ছিল উসামা ইবনে যায়েদের ঘরের নিকটে। নবী (সঃ) তাঁর সাথে চললেন। দু'জন আনসারী পুরুষের সাথে তাঁর দেখা হল। তারা নবী (সঃ)-এর দিকে তাকাল। তারপর এগিয়ে চলল। নবী (সঃ) তাদের বললেন, তোমরা (এদিকে) এগিয়ে এস। এই মেয়েলোকটি সাফিয়া বিনতে হুয়াই (আমার স্ত্রী)। তারা বলল, সুবহানাল্লাহ, ইয়া রসূলাল্লাহ! নবী (সঃ) বললেন, শয়তান মানবদেহে রক্তের ন্যায় চলাচল করে। আমার আশংকা হল, সে তোমাদের মনে কোন কুধারণা সৃষ্টি করে দেয়া কি না।

৮৮-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফকারী নিজেই কি কুধারণা দূর করতে পারে?

১৮৯৬. عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفِيَّةَ أَمَّتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَلَمَّا رَجَعَتْ مَشَى مَعَهَا فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا أَبْصَرَهُ دَعَاهُ فَقَالَ تَعَالَ هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتِ حُبَيْرٍ وَرَبِّمَا قَالَ سَفِيَانُ هَذِهِ صَفِيَّةُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِّنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ قُلْتُ لِسَفِيَانٍ أَتَتْهُ لَيْلًا قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا لَيْلٌ .

১৮৯৬. আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। সাফিয়া (রাঃ) নবী (সঃ)-এর খেদমতে আসলেন। নবী (সঃ) তখন ইতেকাফরত ছিলেন। যখন সাফিয়া ফিরে চললেন, নবী (সঃ)-ও তাঁর সাথে কতদূর হাঁটলেন। একজন আনসারী পুরুষ নবী (সঃ)-কে দেখল। নবী (সঃ)-ও তাঁকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন এবং বললেন, এ হল সাফিয়া বিনতে হুয়াই। শয়তান বনী আদমের দেহে রক্তের ন্যায় চলাচল করে।

আলীর বর্ণনা, আমি সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি নবী (সঃ)-এর নিকট রাতে এসেছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, তা তো রাতই ছিল।

৮৯-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফ থেকে ভোরে বেরিয়ে আসা।

১৮৯৭ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَشَرَ الْأَوَّلَ فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ فَقُلْنَا مَتَا عَنَا فَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكِفِهِ فَإِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَرَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطَيِّينٍ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُعْتَكِفِهِ وَهَاجَتِ السَّمَاءُ فَمَطَرْنَا فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ أَخْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَوْكَانَ الْمَسْجِدِ عَرِيثًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِهِ وَارْتَبَتْهُ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ -

১৮৯৭. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে মাঝের দশ দিনে ইতেকাফে বসেছিলাম। বিশ তারিখ ভোরে আমরা আমাদের আসবাবপত্র স্থানান্তর করলাম। এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট এসে বললেন, যে ইতেকাফে ছিল সে যেন ইতেকাফের জায়গায় ফিরে যায়। আমি (স্বপ্ন) এই (কদরের) রাত দেখতে পেয়েছি। আমি দেখেছি, আমি পানি ও কাদায় সিজদা করছি। যখন তিনি নিজ ইতেকাফের জায়গায় ফিরে গেলেন, তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এবং বর্ষণ শুরু হল। কসম সেই সন্টার যিনি তাঁকে হক সহকারে পাঠিয়েছেন! আকাশ সেই দিনের শেষভাগে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল। আর মসজিদে ছিল তখন খোজুর পাতায় ছাউনি। আমি তাঁর নাক ও কপালে পানি ও কাদার চিহ্ন দেখেছি।

৯০-অনুচ্ছেদঃ শাওয়াল মাসে ইতেকাফ করা।

১৮৯৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَغْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبِرَ خَبَرُهُنَّ فَقَالَ مَا حَمَلْنَهُنَّ عَلَى هَذَا الْبِرِّ أَنْزَعُوها فَلَا أَرَاهَا فَتُزِعَتْ فَلَمْ يَغْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْخَيْرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ .

১৮৯৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযান মাসে ইতেকাফ করতেন। তিনি ফজরের নামায আদায়ের পর ইতেকাফে চলে যেতেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিকট ইতেকাফ করার অনুমতি চাইলেন। তিনি অনুমতি দিলেন। আয়েশা (রাঃ) সেখানে একটি তাঁবু খাটালেন। হাফসা (রাঃ) যখন তা শুনলেন, তিনি একটি তাঁবু বানালেন। এরপর যয়নাব (রাঃ) তা শুনলেন। তিনিও একটি তাঁবু নির্মাণ করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামায শেষে ফিরে এসে চারটি তাঁবু দেখে বললেন, এসব কি? তাঁকে সব খবর দেয়া হল। তিনি বললেন, তাদেরকে নেকী হাসিলের উদ্দেশ্যে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেনি। সব ভেঙ্গে ফেল। আমি এতে নেকীর কোনো কিছু দেখছি না। সুতরাং তাঁবুগুলো উপড়ে ফেলা হল। এরপর সেই রমযানে নবী (সঃ) আর ইতেকাফে বসেননি। শাওয়ালের শেষ দশ দিনে তিনি ইতেকাফ করেছেন।

৯১-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফের জন্য রোযা রাখা জরুরী নয়।

১৮৯৯. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي

الْجَاهِلِيَّةُ أَنْ أَعْتَكَفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ
أَوْفِ بِنَهْذِرِكَ فَأَعْتَكَفَ لَيْلَةً .

১৮৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি জাহিলী যুগে মসজিদুল হারামে এক রাত ইতেকাফ করার মান্নত করেছিলাম। নবী (সঃ) তাঁকে বললেন, তোমার মান্নত পূরণ কর তখন উমর (রাঃ) এক রাত ইতেকাফ করলেন।

৯২-অনুচ্ছেদঃ জাহিলী যুগে ইতেকাফের মান্নত করা অতঃপর মুসলমান হওয়া।

১৯০০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَرَاهُ قَالَ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْفِ
بِنَذْرِكَ

১৯০০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমর (রাঃ) জাহিলী যুগে (মুসলমান হওয়ার আগে) ইতেকাফ করার মান্নত করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে করি, উমর (রাঃ) এক রাতের কথা বলেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, তুমি তোমার মান্নত পূরণ কর।

৯৩-অনুচ্ছেদঃ রমযানের মধ্যের দশ দিনে ইতেকাফ করা।

১৯০১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ
عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا .

১৯০১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) প্রতি রমযানে দশদিন ইতেকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তার ইন্তেকাল হল, সে বছর তিনি বিশ দিন ইতেকাফ করেছিলেন।

৯৪-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফের ইচ্ছা করে কোন কারণে তা বর্জন করা।

১৯০২. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْآخِرَ
مِنْ رَمَضَانَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا وَسَأَلَتْ حَفْصَةَ عَائِشَةَ
أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ حَجَّشٍ أَمَرَتْ بِنَاءً
فَبَنَى لَهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَاءٍ فَبَصُرَ
بِالْبَنِيَّةِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهُ بِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطَرَ اِعْتَكَفَ عَشْرًا مِّنْ شَوَّالٍ .

১৯০২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফ করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিকট (ইতেকাফের) অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। হাফসা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট আবেদন করলেন [নবী (সঃ)-এর নিকট] তার জন্যও যেন অনুমতি নিয়ে নেয়া আয়েশা (রাঃ) তা করে দিলেন। যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ) তা দেখে তিনিও একটি তাঁবু খাটানোর হুকুম করলেন। সুতরাং তার জন্যও একটি তাঁবু খাটানো হল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামায আদায় করে নিজ তাঁবুতে ফিরে যেতে এসব তাঁবু দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি? সাহাবাগণ বললেন, এগুলো হল আয়েশা, হাফসা ও যয়নাবের তাঁবু। শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) মন্তব্য করলেন, এর দ্বারা তারা কি নেকী হাসিলের এরাদা করেছে? আমি ইতেকাফে থাকব না। সুতরাং তিনি ফিরে চলে গেলেন। রোযা শেষ হলে তিনি শাওয়ালের দশ দিন ইতেকাফ করলেন। ৩০

৯৫-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফ অবস্থায় মাথা ধোয়ার উদ্দেশ্যে ঘরের দিকে তা এগিয়ে দেওয়া।

১৯.৩. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاقِلُهَا رَأْسَهُ .

১৯০৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হায়েয অবস্থায় নবী (সঃ)-এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতেন অথচ এই সময় নবী (সঃ) ছিলেন মসজিদে ইতেকাফরত। আর আয়েশা (রাঃ) ছিলেন তাঁরই কক্ষে (ঘর থেকেই তিনি নবী (সঃ)-এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতেন)। নবী (সঃ) তাঁর মাথা আয়েশা (রাঃ)-এর দিকে বাড়িয়ে দিতেন।

৩০. ইতেকাফ তিন প্রকার-ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুত্তাহাব।

(ক) ইতেকাফের মান্নত করলে তা অনায় করা ওয়াজিব।

(খ) রমযানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া।

(গ) এ দুটি ছাড়া অন্য সময়ের জন্য যে ইতেকাফ করা হয় তা মুত্তাহাব। ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ইতেকাফের জন্য রোযা শর্ত। মুত্তাহাব ইতেকাফ ঘন্টা খানেকের জন্যও করা যায়।